

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বাতা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৩ সংখ্যা, গুক্রবার, ১৭ আ্রাব, ১৪৩১

রাজা শশাঙ্কের রাজধানি

কর্ণসুবর্ণ (কানসোনা) ছিল বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্কের (৬০৬-৬৩৭ খ্রি) রাজধানী। সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ‘জিউ জি’-প্রত্ ‘কিলোনসুফলন’ হিসেবে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তার বিবরণ অনুযায়ী, তিনি তান-মো-লি-তি (তাম্রলিপ্তি, আয়তন ১৭০০ ‘লি’) থেকে কিলোনসুফলন (কর্ণসুবর্ণ, আয়তন ৪৪৫০ ‘লি’) পৌঁছান। আবার এরকম ভাবেও দেখি। কর্ণসুব বা কর্ণসুবর্ণা প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজা শশাঙ্কের শাসনামলে গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিলেন, যিনি ৭ম শতাব্দীতে শাসন করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এটি সম্ভবত কন্নরপের রাজা ভাস্করবর্মণের জয়সন্ধার ছিল, সম্ভবত অল্প সময়ের জন্য। এই রাজধানীর নিকটেই ছিল লো-টো-মো-চিহ্ন (রক্তমৃত্তিকা) মঠটি। ১৯৬০-এর দশকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত রাজবাড়িভাঙ্গার (পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার সদর সাব ডিভিশনের কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের নিকটবর্তী যদুপুর গ্রাম) মঠের সাথে লো-বতা-মি-ছি (রক্তমৃত্তিকা)-র শনাক্তকরণের জেরালো ভিত্তির বলে এখন যথার্থভাবেই বলা যায় যে, খননকৃত প্রত্নস্থলের নিকটে ছিল কর্ণসুবর্ণ। রাক্ষসীভাসার ধ্বংসস্তুপ খননে আনুমানিক সপ্তম শতকের বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিচিহ্ন পাওয়া গেছে, স্থানীয়ভাবে এটি রাজা কর্ণ-এর প্রাসাদ নামে পরিচিত। তবে নদীপ্রবাহ বা ভাসনের ফলে অনেক চিহ্ন মুছে গেছে। উৎকর্প লিপিসহ পোড়ামাটির ফলকের (ধর্মচক্র-প্রতীক) আবিষ্কার ও এতে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার নামের উল্লেখ এর শনাক্তকরণের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বকে দূর করে দিয়েছে। লোকমুখে বলা হয়, পৌরাণিক রাজা মহাভারতে বর্ণিত অঙ্গরাজ কর্ণের রাজত্বের রাজধানী ছিলো এই কর্ণসুবর্ণ। হিউয়েন-সাং আমাদেরক কর্ণসুবর্ণের একটি স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। এর সাহায্যে আমরা এর অবস্থান ও মানুষ সম্বন্ধে জানতে পারি। তার মতে, দেশটি ছিল বেশ জনবহুল ও এখানকার মানুষ ছিল বেশ ধনী। এলাকাটি ছিল নিচু ও স্যাতসোতে। নিয়মিত চাষাবাস হতো, ফুল ও ফলের প্রাচুর্য ছিল এবং এখানকার আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। এখানকার জনগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তারা ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। তার এ বর্ণনায় দেশটির সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণের লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ মেলে কামরূপের শাসক ভাস্করবর্মণ-এর নিধনপুর দানপত্র থেকে। এ দানপত্রটি কর্ণসুবর্ণের বিজয় ছাউনি (জয়-সরদ-অনবর্ধ-স্কন্ধবারাভ কর্ণসুবর্ণ-বাসকাত) থেকে প্রদান করা হয়েছিল। এতে প্রতীমান্নান হয় যে, স্বল্প সময়ের জন্য গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কামরূপের শাসক ভাস্করবর্মণ-এর হাতে চলে গিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কর্ণসুবর্ণ পুনরায় স্বক্ষিপ্ত সময়ের জন্য জয়নাগের প্রশাসনিক কেন্দ্রও ছিল। জয়নাগের বর্ণ্য ঘোষবংশ দানপত্র থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় গুপ্তস্তি কর্ণ(স)উপকাস্তিস্তস্য মহারাজাধিরাজহ (জ) পরম ভগবত শ্রী-জয়নাগ(দে) বশ্যর। হিউয়েন সাং-এর লেখা থেকে আমরা কর্ণসুবর্ণের জনগণের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কেও ধারণা পাই।

ভারতখ্যাত গায়ক রফি

জুলাই ১৯৮০ রমজনে রোজা রেখেছেন রফি সাহেব। সকালবেলা শরীরা বেশ খালাশ, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি দুর্গা পুজোর রেকর্ডের জন্য অভ্যাস করছেন একটি বাংলা গান - শ্যামা সঙ্গীত। হঠাৎ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। হাসপাতালে পৌছনোর কিছুক্ষনের মধ্যেই খবর এলো চিরি দিয়ায় চলে গেছেন বলিউডের তানসেন - রোজা রাখা এই মানুষটি যখন শ্যামা সঙ্গীত গাইতে গাহতে মহাসিন্ধুর ওপারে চলে গেলেন, বাইরে তখন নেমেছে প্রবল শ্রাবণের ধারা। এরকম আকাশ ভাঙা বৃষ্টি অনেকদিন দেখেনি বোম্বে। কিন্তু সেই দুর্ঘটনার মধ্যেই বেরিয়েছিল স্মরণকালের সবচেয়ে বড় মিছিল আর সেই রেকর্ড আজও রাস্তায়। অত্তুত ২০ হাজার রফি ভক্ত এক আকাশ বৃষ্টি মাথাপি দিয়ে রাঙায় (নেমেছিলেন রফি সাহেবকে শেষ বিদায় জানাতে। কোনো সঙ্গীতশিল্পী মারা যাবার পর সেটাই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মিছিল, কেননা এই মানুষটি যে ছিলেন অজাতশত্রু। বচনো না সেই মিছিলে? রাজ কাপুর, দিলীপ কুমার থেকে অমিতাভ বচ্চন। লতা মঙ্গেশকর থেকে কিশোর কুমার। সে মিছিলে কাদতে কাদতে অজ্ঞান হয়ে যান রফি সাহেবের সেক্রেটারি জাহির। রফি সাহেব সারা জীবন যত দান-ধ্যান করেছেন তা সবই জাহিরের নামে। নিজের নাম কখনো প্রকাশ করেননি। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিয়েছেন, মেনেওয়ালা ম্যায় কৌন হুঁ? সব উপরওয়ালা। সে বৃষ্টিমাতা বিষম বিকেলে বান্দ্রার মসজিদে তখন তিল ধরণের জায়গা নেই। পুলিশ দুবার লাঠি চার্জ করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেখানেই সেই বিখ্যাত ছবিটি তোলায় স্টেটসম্যান পত্রিকার এক চিত্র সাংবাদিক যা পরদিন কাগজের প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল। ফুলে ফুলে ঢাকা মহম্মদ রফির দেহ মসজিদে শোয়ানো আর তাঁর পা ধরে অঝোরে কেঁদে চলেছেন তাঁর সংগীত জীবনের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী - কিশোর কুমার। আর কী আশ্চর্য ! সে ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর পরেও রফি সাহেবের মুখে তাঁর সেই চিরন্তন হাসিটি লেগেই রয়েছে। রফি সাহেবের মৃত্যুর পরদিন ভারতে দেড় লক্ষ আর পাকিস্তানে ৫ লক্ষ মানুষ অরন্ধন দিবস পালন করেন। লাহোরের রেডিও স্টেশন সব অনুষ্ঠান বাতিল করে সারা রাত শুধু রফি সাহেবের গান বাজিয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারণ করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা



তত্ত্ব সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সাধনা করতে হবে। যিনি সাধনা করতে পারেন তিনি শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ফরম শক্তি লাভ করে থাকেন। তাঁর কোনও ভাড়া চিঠি থাকে না। তিনি সবাইকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। দেবী শক্তি মাতৃশক্তি তাঁর ওপরে রয়েছে। সেই কারণে তিনি অপরাজ্যে। তিনি সবার সেবা

বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

১৩০১ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ শিরোনামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ‘রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরেজীতে। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহু পূর্বের কথা। এই কারণে, যদিও তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাপি তিনি সরসাদ্যারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন না। একথা ইতিহাসগতভাবে সত্যি যে, প্রধানতঃ বিদেশীদের কাছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য -শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় উপস্থিত করবার উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইংরেজি ভাষাতেই তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন; কিন্তু একইসাথে একথাও সত্যি যে, উনিবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশবাসীর চিন্তায়োনের বাসনাও তাঁর মধ্যে অনিবার্যভাবে উপস্থিত ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ সেবায় সেরমুগভাবে আত্মনিয়োগ করবার অবসর কোনোদিন না পেলেও, ইংরেজিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনার সঙ্গে সঙ্গে যখনই অবসর পেয়েছিলেন, তখনই বাংলা ভাষায় কিছু অবশ্যই লিখেছিলেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন সেনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের যম্ভিন্তি সৌহার্দ ছিল। তাঁর সাহিত্যিক নিজে তাঁর সময়কার বাংলা নব্যকবিতার একজন গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও রাজেন্দ্রলালের ব্যক্তি গতভাবে পরিচয় ছিল। সমসাময়িক কোন নথি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে একথা অবশ্যই জানা যায় যে, তাঁদের দু’জনের মধ্যে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজের মনে অশেষ ঠাণ্ডা পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর প্রথম যৌবনে রাজেন্দ্রলালের দললাভ করেছিলেন, এবং সারস্বত সমাজ পরীলানার কাজে রাজেন্দ্রলালের সক্রিয় ভূমিকা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসারই ঐতিহাসিক প্রমাণ দেয়। উনিবংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত পরিবর্তন ও

সম্প্রসারণ ঘটছিল। তখন বাংলা কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই নতুন সম্ভাবনা এবং সাফল্য দেখা দিয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল তখন নিজে কোন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত না হলেও, বাংলা সাহিত্য নিয়ে সেই নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর যে সমর্থন ছিল, সেকথা তাঁর রচনায় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের কৃতিত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমেই পাওয়া যায়। মধুসূদনের ‘তিলোত্তমা সম্ভব’ কাব্যের প্রথমাংশ এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কয়েকটি কবিতা তো রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত পত্রিকা তেই প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রাজেন্দ্র লালের অনুরাগ মূলতঃ তাঁর সমালোচনা-প্রবন্ধগুলির মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে লিখ বলে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক মহাপণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল তাই শুধু ইংরেজি ভাষাতেই নিজের প্রবন্ধগুলি লিখে তৃপ্তি পাননি; তিনি স্কুল বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষাবাদক সমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ’ এবং ‘রহস্য-সঙ্গর্ভ’ নামের দুটি বাংলা পত্রিক সম্পাদনা করে দি়েছিলেন, এবং প্রধানতঃ সেযুগের শিক্ষার্থীদের জন্য নানা বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেছিলেন। বাংলা পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের অগ্রদূরের কথাও এপ্রসঙ্গে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজেন্দ্র লালের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে বলে দেখা যায়, সেটা আসলে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় না। বাস্তবে উনিবংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থহণ করেছিলেন। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গুরুত্বকে অস্বীকার করলে বাস্তবে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হয়।

রাজেন্দ্রলাল যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করে ছিলেন, তখনও পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্য আদৌ পরিণতি লাভ করতে পারেনি। তখনও পর্যন্ত কলকাতার ফেণ্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় কিছু প্যাঠ্যপুস্তক প্রচারিত হয়েছিল; খৃষ্টান মিশনারিরা, রামমোহন ও ভবানীচরণ বাংলা ভাষায় কয়েকটি

সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছিলেন; এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ বা বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, এমনকি বাংলা কাব্যের অঙ্গনে রঙ্গলাল-মধুসূদনও তখনো পর্যন্ত অনাগত ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০- ১১) রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক হলেও ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহ’ প্রকাশিত হওয়ার আগে বিদ্যাসাগরের লেখা মাত্র তিনটি গ্রন্থ, যথা; ‘বেতাল পঞ্চ বংশতি’ (১৮৪৭ সাল), ‘বঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ’ (১৮৪৯ সাল) এবং ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯ সাল); প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং রাজেন্দ্রলালের পক্ষে বিদ্যা সাগরের গদ্য বা রচনারীতিকে নিজের লেখনীর আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করাটা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ গ্রন্থটির ৩৫৫ নং পৃষ্ঠার ‘বঙ্গলা ভাষা’ শিরোনামের প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় যে; বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের বাংলায় যে গদ্যরীতির প্রচলন ঘটেছিল, যেটাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘বিদ্যাসাগরী ভাষা’ বা ‘সংস্কৃত কলেজের বাংলা’ বলা হয়ে থাকে, রাজেন্দ্রলাল সেই ভাষার দ্বারাও প্রভাবিত হননি। অবশ্য বিদ্যা সাগরের গদ্যের প্রাঞ্জলতা, লালিত্য ও পরিমিতিবোধকে সেযুগের অধিকাংশ বাঙালি লেখকই নিজদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল যখন বাংলা ভাষা চর্চা করতে শুরু করেছিলেন, তখনও পর্যন্ত সামাজিক প্রতিভা বা বৈয়য়িক উন্নতি সাধনের জন্য বাংলা ভাষা চর্চা তেমনভাবে প্রচলিত ছিল না। তখন বাংলা ভাষায় প্যাঠ্যপুস্তক রচনা বা সামাজিক-ধর্মীয় বাদ্প্রতিবাদের জন্য যে ধরণের গদ্য ব্যবহৃত হ ত, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারে বা সাহিত্যরসালোচনার ক্ষেত্রে বা সেইধরণের ভাষার উপযোগিতা খুবই সামান্য ছিল। ফলে একজন সাহিত্যিক না হয়েও, রাজেন্দ্রলালকে নিজের সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্য তখন বাংলা ভাষাকে বিশেষভাবে তেরি করে নিতে হয়েছিল। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী (ক্রমশঃ (লেখকঃ রানা চক্রবর্তী)।

অজানা মোঘল প্রেমের এক অদ্ভুত কাহিনী

বিশেষ প্রতিবেদক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

জীবন একটু আরামের হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের শাসক তাঁর প্রিয়তম পুত্র শাহজাদা আজম নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন, যদিও তিনি আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। সেই সময় শাহজাদা মুয়াজ্জম ছিলেন লাহোরের শাসক। জুলিয়ানা সঙ্গে সঙ্গে লাহোর চলে যান শাহজাদাকে সিংহাসনের সোপানে পৌঁছোবার সঠিক বুদ্ধি দেবার উদ্দেশ্যে। এর পর দুজনে একসঙ্গে যাত্রা করেন দাক্ষিণাত্যে, শাহজাদা আজমের সঙ্গে কূটনৈতিক বোঝাপড়া করতে; উদ্দেশ্য ছিল মৃত আওরঙ্গজেবের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সাম্রাজ্যকে দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া। সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় জাজউ-এর ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মুয়াজ্জম তাঁর বোমোত্রের ভাই আজমকে তাঁর তিন পুত্রসহ হত্যা করে ময়ূর সিংহাসনে আসীন হন, উপাধি নেনন বাহাদুর শাহ। সেই যুদ্ধে গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন শাহজাদা মুয়াজ্জমকে। আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির পিঠে চেপে শাহজাদার পাশে থেকে

তাঁকে ক্রমাগত মানসিক সাহস জুগিয়ে গেছেন আর কেউ নন - জুলিয়ানা স্মরণ। সম্রাট হবার পর শাহজাদা সেই ভালোবাসার প্রতিদানও দিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জুলিয়ানাকে দিয়েছিলেন দারাসিকোর বিলাসবহুল প্রাসাদ তাঁরা বিবাহপাশে আবদ্ধ না হলেও পারম্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসার জায়গা অটুট ছিল সম্রাটের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। সম্রাট তাঁকে এতটাই বিশ্বাস করতেন যে জুলিয়ানা ধীরে ধীরে হয়ে হয়ে উঠেন মুঘল দরবারের ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্রাট তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে নিতেন না। জুলিয়ানার নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখে সম্রাট তাঁকে ‘জুলিয়ানা ফিদায়ী’



মানদণ্ডের মাথায় সাদা সুদৃশ্য দুটি ক্রস্ট। ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার বশে সম্রাট বংশপরম্পরায় ব্যবহারের জন্য ‘জুলিয়ানা’ নামের একটি উচ্চমর্যাদার পদ সৃষ্টি করেন জুলিয়ানার পরিবারের জন্য। আর ঠিক এই কারণেই ডাচ, পর্তুগিজ আর ইংরেজ বণিকদের সম্রাটের কাছে পৌঁছনোর জন্য জুলিয়ানা হয়ে উঠলেন এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ১৭১১ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর শহরের অদূরে সরায় খান খানান-এ ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন কর্ণধার ইয়োহান জোশুয়া কেটেলার-এর নেতৃত্বে একাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন ইস্তেরাণীয় বণিক বর্ণাঢ়্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে জুলিয়ানার সঙ্গে মিলিত হন বাণিজ্যিক সুবিধার একগুচ্ছ দাবি নিয়ে। এর কয়েক মাসের মধ্যেই সম্রাটের মৃত্যু হয়

ওপর কোনো রকম অত্যাচার বা অবিচার হতে দেননি জুলিয়ানা। সেই সময়কার পর্তুগিজ ভাইসরয় আর পর্তুগালের সম্রাটের মধ্যে চিঠির আদান প্রদান হচ্ছে জুলিয়ানার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন দুজনেই। ভাইসরয়ের মাধ্যমে জুলিয়ানা পর্তুগিজ সম্রাটকে একটি চিঠি লেখেন যেখানে তিনি নিজেকে ‘সম্রাটের সন্তান’ বলে পরিচয় দিয়েছেন। ১৭১১ থেকে ১৭১৪ সালের মধ্যে ভাইসরয় জুলিয়ানাকে চারটে চিঠি লেখেন। প্রতিটি চিঠিতে জুলিয়ানা ও তাঁর পরিবারের প্রতি ভাইসরয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি এমনকি জুলিয়ানার সম্পর্কে নানি ও ভ্রাতৃপুত্রীর স্বামীকেও পর্তুগাল রাজপরিবারের সাম্মানিয় উপাধি প্রদান করেন। ১৭১৭ সালে পর্তুগিজ সম্রাটকে লেখা

এখনও পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তমকুমারের মতো অভিনেতা কই

অর্ণব, ভবনীপুর ফিল্ম

আমাদের প্রজন্মের কাছে উত্তম কুমার আসলে কি ? তিনি সেই মানুষ- অতি শৈশবের এক অবাক করা স্মৃতি যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে; ভদ্রলোকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমার ছোট্টা ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে কান্ট্রিল থেকে রাতারাতি প্লেনে চেপে চলে এসেছিল, শ্রেফ তাঁর শেষযাত্রায় হাঁটবে বলে ! সেকালে কলোনির পাতি মধ্যবিত্ত বাড়িতে এক অনাখ্যীয়, অপরিচতের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সব কাজ ফেলে প্লেনে চেপে পৌঁছে যাওয়া- এক মনে রাখার মত ঘটনা বৈকি ! তিনি সেই হিরো, যাঁর ছবি কোনো সন্ধ্যায় টিভিতে দিলে বাড়ির মহিলা মহলের মেজাজ সারাদিন মোলায়েম থাকতো। সাত তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে সকলে মিলে টিভির সামনে বসে পড়ত। আমরা ছোটরা, অধীর অগ্রহে জুলাই মাসের অপেক্ষা করতাম, ওই সময় গোটা মাসটা জুড়ে উত্তম কুমারের সিনেমা দিত, আর মা আমাদের পাছা না দিয়ে শনিবারের বাংলা সিনেমা দেখত। মহানন্দে ওই কটি সন্ধ্যা পড়ার বদলে খেলোঘুলে, মারপিট করে কটাতাম।



তাঁর অটোবায়োগ্রাফির গৈটআপ ! বইটির সারা গায়ে অযত্ন, অবহেলা আর অপটুত্ব। উত্তম কুমারের নিজের মুখে বলা, গৌরঙ্গ প্রসাদ তাঁর ফাঁকা ট্রেনে আখ্যায়ি বাড়ি ঘুরতে যাবার দিন ! কেউ বড় হয়ে দু চারটে পেরা-দেখিৎ পরীক্ষা শেষের পর- হারানো সুর, সবার উপরে, নিম্দের কুলাসি দেখা হয়ে গেছে, তাই উত্তম কুমার সেভাবে মনে প্রভাব ফেলেননি। নামটা যেন কেমন কেমন ! কেহো চালচলন ! গুটুকন করে ভায়লগ বলা ! এমন কি, ‘হারানো সুরে’র সেই বিখ্যাত- ‘রমা রমা’ বলে ছুটে গিয়ে সুচিত্রাকে জড়িয়ে ধরা দেখে খেপে বাঁচি না ! ফল স্বরূপ মায়ের থাপড়ও কপালে জোটে। রেগেমেগে বাবার দলে নাম লেখাই, হুহ ! উত্তম কুমার না, ওটা উত্তম কুমড়া ! মাও ছাড়ার পাত্রী নন, তখন চিনাওজ, ভিডিও ক্যাসেটে বেশ কটা সিনেমা দেখায়েন- যোয়া নেয়া, ধন্য মেয়ে, চাওয়া পাওয়া, শেষ অঙ্ক, অগ্নিশ্রম আর নায়ক ! মুখে কিছু বলিনি, কিন্তু মায়ের ম্যাটিনি আইভলের বিবর্তন দেখে মাঝা ঘুরে গিয়েছিল। ‘নায়ক’ দেখে মনে হল- ওয়াও ! প্রেগরি পেক প্রকাশিত কয়েক থেকে কোনো বাবর হাডসনের থেকো কোনো

সম্পাদক সমীপেষু

প্যারিস অলিম্পিকে প্রথম পদক জয়ী

ধরুন, আপনার পুত্র বা কন্যাটি স্কুল লেভেলে বক্সিং, মার্শাল আর্ট, ভলিবল, টেনিস ইত্যাদি নিয়ে মেতে আছে। হঠাৎ একদিন চোখে মারাত্মক চোট পেয়ে এসে বললো বক্সিং, মার্শাল আর্ট আর করবো না। আমাকে একটা এয়ার পিস্তল কিনে দেবে, শ্যুটিং প্রায়শ্চিত্ত করবো ? আপনি কিনে দেনেন ? দবেন না। বরং বলবেন অনেক হয়েছে খেলাধুলো এবার পড়াশুনোয় মন দে। বলবেন না ? পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রামকিয়ান ডাখর কিন্তু তা বলেননি। কন্যাটির জন্য নিজের সঞ্চয় ভাঙিয়ে, এক লক্ষ টুরাশি হাজার টাকা দিয়ে একটি এয়ার পিস্তল কিনে এনে দিয়ে বলেছিলেন, যা, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদী হ ! কন্যার উপর ঠিক কতটা বিশ্বাস থাকলে একজন বাবা এটা করতে পারেন- যেখানে তিনি জানেন যে কন্যাটি জীবনে কখনো এয়ার পিস্তল হাতেই ধরেনি ? সেই কন্যাটি যখন তার কোচের ফারস্ককশিয়ারের কার্কার্সলের চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তুলে সম্রাটের ওপর তাঁর প্রভাব বাড়ে বহুগুণ। মুঘল বংশের রাজনৈতিক ডামাডোল আর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বংশধরদের মধ্যে সংঘর্ষের মাঝে সৈয়দ ভ্রাতৃত্বয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভাজ্য করতে থাকল। তারা হয়ে উঠলো কিংমেকার। তাদের চক্রান্তে জুলিয়ানা সমস্ত সম্পদ ও সম্মান হারিয়ে কো কারারুদ্ধ হন সাময়িকভাবে। এরপর মহম্মদ শাহ রঙ্গিনা সম্রাট হলে জুলিয়ানার সম্মাননে পুনর্বাসন হয়। মহম্মদ শাহের অভিষেকের সময় জুলিয়ানা নিজের হাতে রাজমুকুট তরুণ সম্রাটের হাতে তুলে দেন। কারণ পদমর্যাদায় জুলিয়ানা ছিলেন পূজ্যমুকুট ও সিংহাসনের রক্ষক। প্রিয় রাজমহাবাহুর শাহের পৌত্র মহম্মদ শাহের প্রতি জুলিয়ানার স্নেহ ছিল প্রবল। সম্রাট হবার অব্যবহিত পরে সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিল।

এই কন্যাটির মা কিন্তু তা বলেননি। ইনি যে অন্য ধাতুতে গড়া। ইনি এমন মা যিনি কন্যার জন্মের দুদিন পরেই সদ্যোজাতকে বাড়িতে রেখে বি-এড পরীক্ষা দিতে গেছিলেন। কন্যার চরম ডিপ্রেশনে, তাই এই হাইস্কুল প্রিন্সিপাল, রাতের পর রাত মেয়েকে গীতা পড়ে শুনিয়েছেন। বলেছেন, ‘যঃ সর্বত্রানভিতঃস্নেহস্তন্তঃ প্রাপ্য শুভাশুভম্ নানিন্দদতি ন দ্ষেষ্টি তস্যা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা’ অর্থাৎ,

অংশে তো কম নয় মায়ের হীরাে। ধন্যি কমেয় ছিটানায় বড়ানাদ- ওফ্ ! কী কয়েক টাইমিং ! আর সত্যি বলবো ? ‘দেয়া নেয়া’র হৃদয়হরণ ড্রাইভার বৎ যুগের ওপার থেকে এসে নব্বইদশকের এক কিশোরীরও হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ! মায়ের সে কী ভাবসাব- ‘কেমন ? বনেছিলাম না ’!

মানুষটাকে একটু কাল্টিভেট করতে হয় ! জানতে চাই- উত্তম কুমারের কোনো বায়োগ্রাফি নেই ? মা বলে, ‘একটা আছে বলে তো শুনেছি, নাম- ‘আমার আমি !’ লাইব্রেরীতে বইটি পাওয়া গেল। মা, মেয়ে দুজনেই কঠিন আঘাত পেলাম ; চিকিকালের গুরু, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালির ফ্যান্টাসি, এই নাকি

নায়িকা। তাই বইয়ের প্রাতিট ছুঁয়ে লেখা আছে- এক বঞ্চিতা নারীর কাহিনী ; যার স্বামীর ঘর করা হল না, দুনিয়ার চোখে ডাইনি হয়ে যে প্রেমাস্পন্দের সঙ্গে বিবাহবিহৃত সম্পর্কে জড়িয়ে রইলো আজীবন। সে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে নিজের বোম্বের কেরিয়ার নষ্ট করলো, সেবা করতে গিয়ে- শরীর মন দুটোই নষ্ট করলো। জীবন কেটে গেল দোলাচলে, আর প্রিয় মানুষটাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদে থেকে আগলে রাখার আশ্রাণ চেষ্টায়। ভালোবাসার নীড়ে চিরটা কাল দীর্ঘ ছায়া ফেলে গেল এক পরিত্যক্তা স্ত্রী... দিনের শেষে তার জন্য রইলো কেবল বুক ভরা অভিমান, দ্রষ্টব্যঃ দ্রষ্টব্যঃ- হবার ইপিকুরিটি... তাই বোধহয় বইয়ের শেষে তাঁর ও উত্তম কুমারের একান্ত গোপনীয়, চরম ব্যক্তিগত চিঠিগুলো প্রকাশ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। যেন বলতে চেয়েছেন- ‘দ্যাত্রা, সামাজিক ভাবে হয়তো তুমি মর্যাদা পাইনি, কিন্তু আমাদের সম্পর্কও কম গভীর ছিল না ’! সুপ্রিয়া দেবীর নিজের শব্দে বাঁচার সাহস ছিল, যা নিজের ভেতবেছি- তা যেনোতেন প্রাকেরে অর্জন করার মনের জোর ছিল। সেই যাটের দশকেও- মাইথানে আউটডোর গুটিংয়ে ঘর কম পড়লে, অলৌকায় নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে উত্তমের সঙ্গে এক ঘরে (ক্রমশঃ)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

প্রিয়াক্কার ৬ হাজার কোটি টাকার বিউটি ব্যবসার রহস্য কী জানেন?

অনেক তারকাই নিজের খ্যাতিকে ব্যবহার করে ব্যবসায় নামেন। বাজার তৈরিই থাকে, ভক্তরাই হন এই তারকার সম্ভাব্য ক্রেতা। আর ঠিক এ কারণেই বিশ্বের প্রায় সব প্রথম শ্রেণির তারকারই বিউটি ও লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড আছে। তাদের এখনো নেই, শিগগির তাঁরা তা আনবেন, এমন সম্ভাবনাও প্রবল। আপনি যখন এই লেখা পড়ছেন, ততক্ষণে হয়তো বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে কোনো তারকা তাঁর নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে পথচালা শুরু করেছেন। প্রতি মিনিটে তারকারা নতুন নতুন পণ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তবে একটা ব্র্যান্ড বাজারে আনলেই তো হলো না, সেটাকে টিকিয়ে রাখা, প্রতিযোগিতায় টিকে লাভজনক করা চ্যুতিখানি কথা ন্যা। সেই দৌো বেশ ভালোভাবেই উত্তরে গেছেন বিউউড থেকে হলিউডে পা রাখা প্রিয়াক্ষা চোপড়া।



একীভূত করেছেন। আলমোলি হেয়ারকেয়ারের ওয়েবসাইটে গেলেও দেখবেন, সেখানে পণ্যের বিজ্ঞাপন করা হয়েছে কমা বরং পরিবেশবাদী বিভিন্ন বক্তব্যই ঘুরেফিরে নজরে

আবার পরিবেশবাদীরাও এসব পণ্য কেনার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে প্রিয়াক্কার পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে আসবে। আর এটি প্রথমই প্রিয়াক্ষাকে আর সবার থেকে আলাদা করেছে। সহজে সবার নজর কেড়ে। কেননা পশ্চিমা বিশ্বে ‘ উইথ আ পারপাস’-এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।প্রিয়াক্ষা বলেন, বোতল নয়, অর্থ খরচ করুন ভেতরের পণ্যের পেছনো। সেখানেও কথা রেখেছেন প্রিয়াক্ষা। গুণেমানো কোনো ছাড় দেননি।তৃতীয়ত, প্রিয়াক্কার এসব পণ্য প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি। ‘ ভেষজ উপাদানে তৈরি। সেটিও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরিতে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সব মিলিয়ে কেবল ২০২৩ সাপেই নয়, ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিউটি ব্যবসার

প্রিয়াক্কার অবস্থান তারকা উদ্যোক্তাদের মধ্যে সারা বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রথম অবস্থানে আছে রিয়ানার ফের্টি বিউটা। তৃতীয় অবস্থানে আছে কাইলি কসমেটিকস।



প্রিয়াক্কার অবস্থান তারকা উদ্যোক্তাদের মধ্যে সারা বিশ্বে দ্বিতীয়। প্রথম অবস্থানে আছে রিয়ানার ফের্টি বিউটা। তৃতীয় অবস্থানে আছে কাইলি কসমেটিকস।

বর্ষায় নীল রঙের পোশাক বেশি পরা হয় কেন

বর্ষার আকাশ বকবকে নীল নয় বরং নীল-ধূসরের নানা রূপের মিশেল। মেঘও কাজল কালো। তবু যুগে যুগে নীলিমার রংকেই বর্ষার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মানুষ। মেঘমেদুর দিনে নীল বসনে নিজেকে সাজিয়েছে। নীল রঙের অন্য তাপর্ষও আছে।মেঘ-বৃষ্টির দিনে মনের আকাশেও জমতে পারে ধূসর মেঘ। ফেলে আসা দিনের ভাবনায় আচ্ছন্ন হতে পারে মন। স্মৃতিকাতর মনে জেগে উঠতে পারে কষ্টের অনুভূতি। এই কষ্টের রংও নীল। আরো এই নীল রঙের মধ্যেই আছে স্বপ্নের হাতছানি। ভালো লাগার অনুভূতির সঙ্গেও জায়ে আছে আকাশের নীল রং। সব মিলিয়ে বর্ষার সঙ্গে নীলটা আমাদের

মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, এমনটাই বলছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার শৈবাল সাহা।এক নীলের কত রূপ! নীলের অপূর্ব সেই রূপের কথাই বলছিলেন একই নীলের রঙের মধ্যেই শৈবাল সাহা। আকাশের নীল যেমন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়, তেমনই সমুদ্রের নীলেরও হয় রূপবদল। নীল অপরাজিতার ছোট্ট কলি থেকে ফুল হয়ে ওঠা অবধিও নীলের কত রূপ!

বাজেটের উপর ডাঃ নিশিকান্ত দুবের বক্তব্য



নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট : ধন্যবাদ চেয়ারম্যান। স্পিকার, আমি রেলওয়ে বাজেটের উপর বক্তৃতা করার জন্য যোলতম বারের মতো দাড়িয়ে আছি। ২০০৯ সালে আমি যখন প্রথমবার এসেছি তখন আমিও এই কথা বলেছিলাম। আপনিও আমাকে ক্রমাগত সুযোগ দিচ্ছেন। প্রথমেই আমি মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ রেলওয়ে সাধারণ মানুষের সাথে খুবই সংযুক্ত। এটা ভালোবাসা। সেল দরিদ্রদের সত্যিকারের সঙ্গী। আজ আমরা এখানে আলোচনা করছি এবং এই জন্য আমরা এখানে যারা ভোট নিয়ে আসেন, তাদের জন্য এখানে আলোচনা করছি। তাদের জন্য আজ রেলওয়ে সহায়তার সবচেয়ে সস্তা উপায় এবং দরিদ্রদের গ্রহণ করা উচিত। অর্থ চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় রামেশ্বী জি সারাফণ রুমে বসে রেলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন। ডাঃ নিশিকান্ত দুবে রাজ্যের দুজনকেই প্রথম অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

যাত্রীদের সুবিধার্থে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি



মালিগাঁও, ১আগস্ট : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড হ্রাস করার জন্য,আগস্ট, ২০২৪-এর ১ম সপ্তাহ থেকে উভয় দিক থেকে চারটি ট্রিপের জন্য সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩০২৭০৩০২৮ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) ও উভয় দিক থেকে পাঁচটি ট্রিপের জন্য সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৩১০৫০৩০৬ (শিয়ালদহ-জাগীরোড-শিয়ালদহ)-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনটি বিদ্যমান অধিবেশার দিন, সময় ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে। সেই অনুসারে, ট্রেননং. ০৩০২৭ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) সাপ্তাহিক স্পেশাল৭আগস্টথেকে ২৮ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবারে হাওড়া থেকে২৩,৫৫ঘণ্টায় রওনা।উভয় দিকের যাত্রাকালে স্পেশাল ট্রেনটি কিয়ানগঞ্জ, মালদা টাউন, আজিমগঞ্জ, কাটওয়া ও ব্যাল্ডেল ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেননং. ০৩১০৫ (শিয়ালদহ-জাগীরোড) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে শিয়ালদহ থেকে২৩,০০ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন০৬,৩০ ঘণ্টায় জাগীরোড পৌঁছাবে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেননং. ০৩১০৬ (জাগীরোড-শিয়ালদহ) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৬আগস্টথেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে জাগীরোড থেকে১৩,০০ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৩,০০ ঘণ্টায় শিয়ালদহ পৌঁছাবে। উভয় দিকের যাত্রাকালে স্পেশাল ট্রেনটি গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিয়ানগঞ্জ, মালদা টাউন, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, ব্যাল্ডেল ও নৈহাটি ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা আরামদায়কযাত্রার জন্য এই সুযোগ নিয়ে পারবেন।এই ট্রেন গুলির স্টপেজ ও সময়সূচীর বিশদ বিবরণ আইআরসিটিস ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সোশিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিষূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আপনার কসমেটিকসে ক্ষতিকর উপাদান আছে কি

ত্বক ও চুলের যত্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন কসমেটিকস বা প্রসাধনসামগ্রীতে যোগ করা হয় নানা ধরনের রাসায়নিক উপাদান। তবে এসবের সবই কিন্তু দেহের জন্য নিরাপদ নয়। তাই প্রসাধনসামগ্রী কেনার সময়ই উপাদানগুলো দেখে নেওয়া প্রয়োজন। কিছু ক্ষতিকর উপাদান সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক, সুস্থ থাকতে যেসব এড়িয়ে চলা জরুরি। প্রসাধনসামগ্রী দীর্ঘদিন ভালো রাখার জন্য তাতে প্যারাবেন যোগ করা হয়। কিন্তু প্যারাবেনের কারণে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে। এ ছাড়া শরীরের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে প্রজননক্ষমতার ওপরেও। তাই প্রসাধনসামগ্রী কেনার আগে সেটি প্যারাবেনমুক্ত কি না, তা যাচাই করুন।



কৃত্রিম সুগন্ধি- প্রসাধনসামগ্রীতে কৃত্রিম সুগন্ধি যোগ করা হলে তা আপনার ত্বকের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। তাই এ ধরনের সুগন্ধিযুক্ত সামগ্রী এায়ে চলতে চেষ্টা করুন। বিশেষত ত্বকের সংবেদনশীল অংশগুলোতে এ ধরনের প্রসাধনসামগ্রী ব্যবহার না করাই ভালো। থ্যালেট- থ্যালেট এমন এক উপাদান, যা প্লাস্টিকজাতীয় উপকরণকে ভেঙে যাওয়া থেকে বাঁচায়। ত্বকের প্রসাধনসামগ্রীর সুগন্ধি উপকরণের তালিকাতেও থ্যালেট থাকতে পারে। কিন্তু এই উপকরণও হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, প্রজননক্ষমতাও কমে যেতে পারে এর কারণে। এ ছাড়া এর কারণে গর্ভপাত ও ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই যেকোনো ধরনের থ্যালেট এড়িয়ে চলুন। ফরমালডিহাইড, ফরমালিন, মিথাইলিন গ্লাইকল-এই নামগুলোর কোনোটি যদি প্রসাধনসামগ্রীর উপকরণের তালিকায় থাকে, তাহলে সেটি ব্যবহার থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন। প্রসাধনসামগ্রীতে আরও কিছু উপকরণ থাকতে পারে, যা থেকে ফরমালডিহাইড তৈরি হয়। ডিএমএডিএম হাইড্রোস্টেইন, পলি-অক্সিমাইলিন ইউরিয়া, গ্লি-অক্সাল, ট্রোমোপল-এই নামগুলোও খোয়াল রাখুন। এ ধরনের সব উপকরণই মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চোখ ও ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি, ত্বকের ফুসকুড়ি, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, বমিভাব হতে পারে এ ধরনের উপাদানের প্রভাবে। প্রভাব পড়তে পারে শ্বাসতন্ত্রের ওপরেও। এ ধরনের উপাদান দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কিংবা উচ্চমাত্রায় ব্যবহার করলে ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ে।

পলিইথিলিন গ্লাইকল-প্রসাধনসামগ্রীতে নানা কাজে লাগে পলিইথিলিন গ্লাইকল। কিন্তু এটির কারণেও নানা ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বাতে পারে। যুগে যুগে মানুষ জীবনকে সহজ ও চাকচিক্যময় করে তুলতে প্রকৃতির থেকে দূরে সরে এসেছে। কিন্তু কৃত্রিম বহু উপাদান মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাই নিরাপদ থাকতে যতটা সম্ভব গ্রহণ করুন প্রাকৃতিক উপাদানসমৃদ্ধ পণ্য।

জঙ্গিদের চালাত, ‘পাকিস্তানি’ উগ্রবাদী প্রচারককে যাবজ্জীবন দিল ব্রিটেনের আদালত

লন্ডন, ১ আগস্ট : উগ্রবাদী ব্রিটিশ প্রচারক অজমত চৌদ্দুরীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল ব্রিটেনের আদালত। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন চালানোর জন্য পাকিস্তানের বংশোদ্ভূত উগ্রবাদী ব্রিটিশ প্রচারককে সেই সাজা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, তাকে কমপক্ষে ২৮ বছর জেলে থাকতে হবে। আস-মুহাজিরনকে চালানোর কাজে যুক্ত ছিল অজম। ওই নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য ছিল সে। আর ওই সংগঠনের জন্য সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা করেছিল। যে কাজের মাধ্যমে অনেকের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং অনেককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বিচারক। গত সপ্তাহেই ৫৭ বছরের অজমেকে দোষী সাব্যস্ত করেছে উলউইচ ক্রাউন কোর্ট। বিচারক মার্ক ওয়াল মন্তব্য করেছেন যে একটি জঙ্গি সংগঠন চালানোর কাজে পুরোপুরি

যুক্ত ছিল অজম। যুব সম্প্রদায়কে উগ্রপন্থার পথে হটায় জন্য মগজখোলাই করত জঙ্গি সংগঠন।



সন্ত্রাসবাদি হড়ানোর জন্য ২০১০ সালেই ওই জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। বিচারক বলেছেন, ‘ চালানোর সময় তেোমার যে কাজর্ম ছিল, তা প্রচুর মানুষকে মৃত্যুর ঠেলে দিয়েছিল বা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া আল-মুহাজিরনের মতো সংগঠন চালানোর মাধ্যমে উগ্রপন্থী ইসলামিক সংগঠনের দ্বারা এই দেশে এবং বিদেশে জঙ্গি হামলার হওয়ার ভয় তৈরি করেছিল।’ যদিও যাবতীয় অভিযোগে অস্বীকার

করেছে অজম। এখন সেই সংগঠনের কোনও অস্তিত্ব নেই। আর অজম যখন আল-মুহাজিরন সংগঠনে ভাষণ দিত, তখন নেহাতই ছোটখাটো ছিল সেটি। আর সেই সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য আমজনতাকেও আনত না। সেই মুক্তি অবশ্যই মানেননি সরকারি আইনজীবী। তিনি জানিয়েছেন, আল-মুহাজিরন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ওমর বকরি মহম্মদ জেলে যাবার পরে ওই জঙ্গি সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছিল অজম। ২০১৪ সাল থেকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত লেবাননের জেলে ছিল ওমর। তবে ওই প্রথম জেলে গেল না অজম। জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটকে সমর্থনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ২০১৫ সলে তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আইনে মামলা রুজু করা হয়েছিল। সেইসময় পাঁচ বছরের বেশি জেল হয়েছিল। তারও আগে ১১১-র বর্ষপূর্তিতে মার্কিন দূতাবাসের বাইরে উত্তেজনা ছড়াতে প্ররোচনা দিয়েছিল পাকিস্তানের বংশোদ্ভূত উগ্রবাদী ব্রিটিশ প্রচারক অজম।

অমর জওয়ান জ্যোতিতে শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজ্যপাল কিষাণরাও বাগডের

জয়পুর, ১ আগস্ট : রাজস্থানের নতুন রাজ্যপাল হরিভাট কিষাণরাও বাগডে বৃহস্পতিবার জনমঞ্চে অমর জওয়ান জ্যোতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অমর জওয়ান জ্যোতিতে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাজ্যপাল বাগডে বলেন যে, বীর শহিদরা আমাদের দেশের গর্ব। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ছ’টি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু। শনিবার রাতে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যপাল নিয়োগের কথা জানানো হয়। পাশাপাশি আরও তিন রাজ্যপালকে ভিন রাজ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর পঞ্জাবের রাজ্যপাল বনোয়ারিলাল পুরোহিৎের ইচ্ছা মঞ্জুর করা হয়। শনিবার রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নয়া রাজ্যপালদের নাম ঘোষণা করা হয়।

রাজস্থানের রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হয় হরিভাট কিষাণরাও বাগডে। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল হয়েছেন সন্তোষকুমার গান্ধোয়ার। সিকিমের রাজ্যপাল হয়েছেন ওমপ্রকাশ মাথুর। মেঘালয়ের রাজ্যপাল হয়েছেন সি এচকি বিশ্বাক্ষর। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল করা হয়েছে রমেন ডেভাকর। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের দায়িত্ব পেয়েছেন ঝাড়খণ্ডের বিদ্যী রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ। পঞ্জাবের রাজ্যপাল হয়েছেন অসমের বিদ্যী রাজ্যপাল গুলাবার্দী কটরিয়ারর নাম। তিনি একইসঙ্গে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের দায়িত্বও সামলাবেন। আর সিকিমের বিদ্যী রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্যকে দেওয়া হয়েছে অসমের রাজ্যপালের দায়িত্ব। একইসঙ্গে তিনি মণিপুরের দায়িত্বও সামলাবেন।

পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্ট : ০১.০৮.২০২৪ থেকে একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে নো বুকিং কাউন্টার স্টেশন চালু করেছে। এই পাইলট প্রকল্পের জন্য তিনটি স্টেশন নির্বাচন করা হয়েছিল। এই স্টেশনগুলি হল তারাতলা, পার্পল লাইনের সখেরবাজার স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের কবি সুকান্ত স্টেশন। পার্পল লাইনে আজকের তারাতলা স্টেশনে ১০০ জনের বেশি এবং সখেরবাজার স্টেশনে ৬০ জনের বেশি যাত্রী হয়েছে। অরেঞ্জ লাইনে, আজ কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশনে যাত্রী সংখ্যা ২০০ জনের বেশি। এই সমস্ত যাত্রীরা আজ

স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থেকে তাদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড, কাগজ ভিত্তিক ঘণ্ড কোড টিকিট কিনেছেন। তারা এই স্টেশনগুলিতে কঙ্কষ্টগুণ ব্যবহার করতে পেরে খুশি। এজন্য এসব স্টেশনে ইতোমধ্যে কঙ্কষ্টগুণ মেশিন বসানো হয়েছে। এই তিনটি স্টেশনের প্রতিটিতে যাত্রীদের সুবিধার্থে দুটি এসসিসিআরএম মেশিন বসানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই ব্যবহারকারী-বান্ধব কঙ্কষ্টগুণ মেশিনগুলি কলকাতা মেট্রোতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চলেছে। যাত্রীরাও এই কঙ্কষ্টগুণ-এ দ্বগু পেমেন্ট-ভিত্তিক টিকিটটি সিস্টেম বেছে নিয়েছেন।



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় ক্রিকেট মৌঃ শামীম কে সখর্য শিনিবার মালদা অরুণ বিশ্বাস ও মাননীয় মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম । উপস্থিত সৌরভ গাঙ্গুলী ও ডোনা গাঙ্গুলী ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র । ছবি সুবল সাহা ।

মালদা থেকে দীঘা বেড়াতে যাবার জন্য অতিরিক্ত বার্থ এর ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্ট : অতিরিক্ত বার্থ এর ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল মালদা থেকে দীঘা স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে। এর আগে সরাসরি মালদা থেকে দীঘা যাবার কোনো ট্রেন ছিল না । আষাঢ় – শ্রাবণের ভরা বর্ষায় টাটকা ইলিশের স্বাদ পেতে দীঘা সমুদ্র সৈকত ভ্রমণের জন্য পূর্ব রেল আরো সুযোগ করে দিলো। মালদা টাউন স্টেশন থেকেই সপ্তাহান্তে অর্ধা শনিবার মালদা টাউন – দিঘা ও রবিবার দিঘা – মালদা টাউন যাবার বিশেষ যে ট্রেন চলছে সেটি আরো ৫ টি করে অতিরিক্ত ট্রিপ চলবে এর ফলে ৩৫০০ টি অতিরিক্ত বার্থ লব্ধ হবে।এই ট্রেনে স্লিপার ক্লাস এবং এসি শ্রেণিরই বসেদেবত আছে। অনেকেই এরমধ্যে এই ট্রেনে চেপে ঘুরেও এসেছেন। এই ট্রেনের জনপ্রিয়তা এতো বেশি যে এরমধ্যেই প্রায় প্রত্যেকটি শনিবারের টিকিট শেষ। এই শনি রবিবারও যারা টিকিট কান্টেননি, তারা সুযোগ হাতছাা না করে সত্ত্বর টিকিট কান্টন সপ্তাহ অন্তে দীঘার সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানোর জন্য। দীপুনা (দিঘা – পূরি – দার্জিলিং) প্রিয় বাঙালির জন্য এটাই বর্ষার মরশুমে পূর্বরেলের নতুন প্রচেষ্টা।০৩৮৬৫ মালদা টাউন – দীঘা স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি শনিবার মালদা টাউন থেকে ছাড়বে দুপুর ১৩২৫ মিনিটে ও দিঘা পৌছাবে রবিবার ভোর ০২.০০ টাই যা ০৩.০৮.২০২৪ – ৩১.০৮.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত (০৫ ট্রিপ) চলবে এবং ০৩৪৬৬ দীঘা – মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি রবিবার দিঘা থেকে ছাবে ভোর ৫৫০ টাই ও মালদা টাউন পৌছাবে সন্কে ৬ টাই যা ০৪.০৮.২০২৪ – ০১.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত (০৫ ট্রিপ) চলবে । এই ট্রেনটিতে যারা কলকাতা থেকে দক্ষিণ – পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন যেমন আদ্রা , বাঁকুা , বিশ্বপুর , মেদিনীপুর , খাগপুর , পশ্চুকা, তমলুক, কাঁথি ইত্যাদি স্টেশনে সরাসরি যেতে চান, তারাও এই ট্রেনে চাে পাতে পারেন, যাতে সহজেই ওই স্টেশনগুলোতে পৌছানো যায়।

অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ

গৌরখপুর, ১ আগস্ট : উত্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়াম, গৌরখপুরে অনুষ্ঠিত ৭১তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (পুরুষ ও মহিলা) ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫-এর চতুর্থ দিনে ০১ আগস্ট, ২০২৪-এ মিশ্র দ্বৈত ইফাঁন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনইআরএসএ) ৫০ বছরের বেশি বয়সী সক্রিয় ফাইনালে, উত্তর পূর্ব রেলের সঞ্জিত প্রধানেই জুটি আরডিএসওকে পরাজিত করে।

Name Change

I, Bhag Chand Jain (old name) S/O Manik Chand Pandya Jain, residing at 13B, Diamond Heights, 20/1, Chetla Road, Alipore, Kolkata, 700027, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bhag Chand Pandya Jain (new name) vide an affidavit sworn before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 01/08/2024. Bhag Chand Pandya Jain (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Bhag Chand Jain (old name) S/O Manik Chand Pandya Jain, residing at 13B, Diamond Heights, 20/1, Chetla Road, Alipore, Kolkata, 700027, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bhag Chand Pandya Jain (new name) vide an affidavit sworn before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 01/08/2024. Bhag Chand Pandya Jain (old name) both are same identical person.

Name Change

I, BHAG CHAND JAIN (OLD NAME) S/O MANIK CHAND PANDYA JAIN, RESIDING AT 13B, DIAMOND HEIGHTS, 20/1, CHETLA ROAD, ALIPORE, KOLKATA, 700027, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME TO (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) BHAG CHAND PANDYA JAIN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/08/2024. BHAG CHAND PANDYA JAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RAJESH SARKAR, R/O CHAK-DAHA, PARARI, P.O GOURIPUR, DIST NADIA, PIN-741223, WEST BENGAL,DO HEREBY INFORMED THAT MY FATHER GOKUL CHANDRA SARKAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOKUL SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/08/2024, THAT GOKUL CHANDRA SARKAR AND GOKUL SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MOHAMMAD SAMIM, S/O MD JAKIR HOSSAIN, R/O KANGSARIPUR, PO BHASTARA, HOOGHLY -712303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAMIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/08/2024. THAT MD SAMIM AND MOHAMMAD SAMIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, AMAR CHANDRA ROY(OLD NAME),S/O LATE NITYANANDA ROY,R/O VILL & PO-KUMARK-HOLA,PS-BAGDAH,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-743270,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAR ROY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT (SERIAL NO.4866) SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BONGAON ON 12/07/2024,THAT AMAR CHANDRA ROY AND AMAR ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, IQBAL SINGH, S/O BASANT SINGH, R/O 156/30, B.T ROAD, KOLKATA,PS BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IQBAL SINGH SIDHU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/08/2024, THAT KIRAJIT KAUR AND KIRANJIT KAUR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ALAMGIR SHAIKH,SON OF LATE CHHATTAR SEKH, RESIDING AT VILL-NELUA,PO DAYERBAGAR,BHIMPUR PS, NADIA-741164, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABUSAMAR SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024.THAT ABUSAMAR SHIKH AND ABUSAMAR SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Binodh Hira(পুরাতন নাম) পিতা Pagolachand Hira টিকানা Bagangar, P.S.-Bongangar, 24 Pgs. (N), Pin-743251 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Binod Hira (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Binod Hira (নতুন নাম) ও Binodh Hira (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

আমি Tanima Chaudhury (পুরাতন নাম) স্বামী Miltan Chaudhury টিকানা Guha Para, Gupta Colony, Nabapally, P.S. -Barasat, 24 Pgs. (N), W.B., Pin-700056 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanima Datta Chaudhury (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanima Datta Chaudhury (পুরাতন নাম) ও Tanima Chaudhury (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

আমি Arup Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Amulya Ratan Gupta টিকানা 15, Kanta Mohan Malik Road, Kamarhati (M), Dist.-24 Pgs. (N), W.B., Pin-700056 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 31-07-2024 এর Affidavit নং 17/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arup Kumar Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arup Kumar Gupta (নতুন নাম) ও Anup Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

অপরূহ রুখতে ও অপরাধীদের দমনে শহরের প্রতিটি রাস্তায় টহল দেবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ আগস্ট : অপরাধ রুখতে ও অপরাধীদের দমন করতে শহরের প্রতিটি রাস্তায় টহল দেবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। পূজোর আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতেই পুলিশের এই উদ্যোগ। বর্তমানে শহরে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে অপরাধের খবর উঠে আসছে, তাই মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত দুটি নতুন উদ্যোগ গ্রহন করতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। এখন থেকে শহরের প্রতিটি রাস্তায় টহল দিতে হবে প্রতিটি থানার পুলিশকে পাশাপাশি পুরো শহরে নজরদারি চালানোর জন্য তৈরি করা হচ্ছে নতুন সিসিটিভি রুম। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর জানান, সামনেই দুর্গাপূজো রয়েছে তাই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সিসিটিভি রুম তৈরির পাশাপাশি প্রতিটি রাস্তায় টহল অভিযান শুরু করা হচ্ছে।

১০০ দিনের কাজে শ্রমিকেরা মজুরি পেয়েছে, বঞ্চিত ঠিকাদাররা



দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ আগস্ট : ১০০ দিনের কাজ শেষে শ্রমিকেরা মজুরি পেয়েছে। কিন্তু এনও বঞ্চিত ঠিকাদারেরা। অডি যোগ,

কাজের জন্য নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করলেও তা বাবদ রাশি এখনও ব্যয়শী। এই পরিস্থিতিতে এবার পথে মামল নথিবন্দল মনরোগে ভেঙেচর অ্যোসিয়েশনের সদস্যরা। বকেয়া আদায়ের দাবিতে বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যা অভিযানে শামিল হলেন তারা। ফুলবাড়ি বাজার এলাকা থেকে মিছিল শুরু করে উত্তরকন্যার পথে রওনা হতেই পুলিশ বাধায় থামকে দাঁড়াতে হয় তাদের। পরে ১০ সদস্যর প্রতিনিধি দল রওনা হন উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে। বকেয়া রাশি পাওয়ার আশায় দাবি সনদ পেশ করা হয়। তারা জানান, বকেয়া রাশি ক্রত না মেটানো হলে আগামীতে নবায় অভিযান এমনকি কেন্দ্রের কাছেও দরবার করা হবে। প্রয়োজনে দিল্লীতে ধর্না দেওয়া হবে।

অবৈধ বালি পাচার রুখতে তৎপর রয়েছে পুলিশ প্রশাসন

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ আগস্ট : গ্রীন ট্রাইবুনালের নির্দেশ অনুযায়ী বর্ষার তিন মাস নদী থেকে বালি পাথর তোলা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ রয়েছে, তারপরেও শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় দিনে রাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্প্পার। ইতিমধ্যেই অবৈধ বালি পাচার রুখতে তৎপর রয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সেই অর্থে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে মাটিগাড়া ফুলবাড়ি সংলগ্ন পতন ব্রিজ থেকে একটি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করা হয় এরপরেই গাড়ির চালক কোন বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় ঘটনাস্থল থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম বীরবাহাদুর রাই বলে জানা গেছে। অন্যদিকে সন্ধ্যা নাগাদ মাটিগাড়া থানার পুলিশের কাছে খবর আসে মাটিগাড়া সংলগ্ন বালিয়াখারি ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালু পাথর তোলা হচ্ছে। সেই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি বালি বোঝাই ডাম্প্পারকে আটক করা হয়। যদিও সেই ডাম্প্পার চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সেই ডাম্প্পারটিকে আটক করে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ ।

পানীয় জলের বোতলের ভিতর পোকা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ আগস্ট : বাজার থেকে বোতল বন্দি জল কিনে খাচ্ছেন! সেই জল কটা ডব্বন্ধর, জানেন? সাবধান! এবার ধূপগুড়ির বিভিন্নও অফিস রেলসেট সংগ্রহ বটতলি এলাকার জ্যাতি ইন্ডাস্ট্রির বোতল বন্দি পানীয় জলে পোকা গেল অবশ্য্য পোকা এবং শ্যাওলা। জানা গেছে, ধূপগুড়ির ২ নং ওয়ার্ডের একটি দোকান থেকে বেশ কয়েকজন পানীয় জলের বোতল কেনে জানেন। দেখেন, পানীয় জলের ভিতর অসংখ্য পোকা এবং শ্যাওলা। তাদের অভিযোগ, জ্যাতি ইন্ডাস্ট্রির পানীয় জলের বোতল কিনে এভাবেই অহরহ প্রতারণা হতে হচ্ছে ছেত্রোরা। এই জ্যাতি ইন্ডাস্ট্রির ‘জ্যাতি একোয়া’ এবং ‘গুড মর্নিং’ নামের দুট পানীয় জলের বোতল ধূপগুড়ি এবং কালাকালি বিক্রি হয়। আর তাদের এই পানীয় জলের গুণগতমান মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, যাদের এই জলের গুণগতমান

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ১৪৫/২০২৪-২৫, তারিখ ৩০.০৭.২০২৪। ডিশালর রেলওয়ে মান্যকার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিয়ারএম বিপ্লি, সেল কোম্পেনি কাছে, হাওড়া-৭১১০১১ নির্মাণকাজ কাজের জন্য (সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার অফিসেরের জন্য) সে/সিপিডি/টি/এইচ/ই/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকারি অধিগৃহীত সংস্থায়ে রেলগিষ্ঠার বই অনুসরণ করবেন এবং অফিসের ও প্রয়োজনীয় অফিসসঙ্গতি আছে একে টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নির্মলিভিত ই-টেন্ডার আহান করছেন। কাজের বিবরণ ১) হাওড়ায় অর্ধগোপনিত হাওড়াপাতালে বাকি থাকা মূল্য রিফাইলিংএসও ও মোরারি কাজ। ২) হাওড়ায় অর্ধগোপনিত হাওড়াপাতালে ইটের বিকল্পে সংলগ্ন গোপনকর্ম, ইটের গোড়ারের ক্ষতিগ্রস্ত বিকল্পে সিল্প, রাসামধর, ওটি ইত্যাদির পুনর্বীকরণ। ৩) হাওড়ায় অর্ধগোপনিত হাওড়াপাতালে, আউটডোর বিকল্পে সকল গোয়ারমধর, ওপলি, এঙ্গ-রে, আইসিইউ/ ডিভালয়ের চেষ্টার ইত্যাদির ক্ষতিগ্রস্ত মেসের/ ডিভালয়ের পুনর্বীকরণ। আনুমানিক মূল্য ১ ৩.০,৭৪,৭৪১.৩২ টাকা। বায়না মূল্য ১ ৩.০৫,৪০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ১ শূন্য। কাজ শেষের সময়সীমা ১ ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহরণের বিজ্ঞপ্তি উজ্জ্বলমতে বহরের বাইরে কোনও কারণে ছুটি/বন/খর্মসিট মোহিত হলে, অনলাইনে বহরের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু অফিসেরপিএসও ওয়েবসাইটে টেন্ডার বহরের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা গ্রহণকরেন না। অথবা, পরবর্তী কাজের পিলন অফিসের টেন্ডার সেলা হবে। টেন্ডার বহরের তারিখ ও সময় ১ ২২.০৭.২০২৪-ও দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বহরের ওয়েবসাইটি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুমোদন করা হয়েছে।ইএমডি এবং টিভিএম প্রদান ২২. টেন্ডারেরের জন্য বায়না/মূল্য (ইএমডি) প্রধান ও টেন্ডার নথি/মূল্য (টিভিএম), উপরেজ্ঞাত ওয়েবসাইটে কেন্দ্রকার সেলা (জিএসটি), উপরেজ্ঞাত ওয়েবসাইটে কেন্দ্রকার সেলা (জিএসটি) বা সেলটে সেটওয়ারের মাধ্যমে গ্রহা় হবে। কোনো ম্যানুয়ল অফার গ্রহা় হবে না। (HWH-197/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.eindianrailways.gov.in**। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ই-পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের মূল্য কল: **☎️+EasternRailway**
f@easternrailwayheadquarter

এলাকার মানুষের দাবি মেনে শুরু হলো রাস্তা নির্মাণের কাজ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১ আগস্ট : দীর্ঘদিন ধরে ছিল রাস্তার দাবী। ভোটের আগে নেত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি জিতলে রাস্তা হবে। তার দল পঞ্চায়েতে হেরে গেলেও সেই এলাকা থেকে জেলা পরিষদে জেতেন তিনি। তার প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখেছিল এলাকার মানুষ। এবার সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করলেন। জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত অর্থে শুরু হলো রাস্তা নির্মাণের কাজ।

খুশি এলাকাবাসী। মালদা জেলার হরিচন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝিকোডাঙ্গা গ্রাম। ওই এলাকায় কবরস্থানের পার্শ্ববর্তী রাস্তার অবস্থা ছিল বেহাল। রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সমস্যার সম্মুখীন হত এলাকাবাসী। এলাকার মানুষের দাবি ছিল ওই রাস্তা যাতে সংস্কার হয়। গত পঞ্চায়েত ভোটে ওই এলাকা থেকে জেলা পরিষদের আসনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তৃণমূল নেত্রী মর্জিনা খাতুন। ভিঙ্গল বরবার কংগ্রেসের গাও হিসেবে পরিচিত। গত ভোটেও এই পঞ্চায়েত



কংগ্রেসের দখলে গেছে। কিন্তু জেলা পরিষথ থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন তৃণমূলের মর্জিনা। ভোটের সময় তিনি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওই রাস্তার কাজ ক্রত হবে। এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ। রাস্তার দরকার ছিল। মানুষ আমাকে জিতিয়েছে আমি দায়িত্ববদ্ধ। প্রতিশ্রুতি পূরণ করলাম আজ। হরিচন্দ্রপুর ১(এ) ব্লক সভাপতি জিহাউর রহমানের বক্তব্য, আজ রাস্তার শিলান্যাস হলো। সেখানে এসেছিলাম। জেলা পরিষদের বরাদ্দকৃত অর্থে কাজ হচ্ছে। আমরা রাজনীতি না দেখে মানুষের জন্য কাজ করি।

নন্দন আর্ট গ্যালারীর প্রদর্শন ও বিনোদ বিহারী আর্কাইভ সেন্টারের উদ্বোধন



দূরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ আগস্ট : বৃহস্পতিবার নন্দন আর্ট গ্যালারীর প্রদর্শনার উদ্বোধন হলো কলাভবনে। পাশাপাশি, কেজি সূত্রমনিয়মের শিক্ষক বিনোদ বিহারী নামাঙ্কিত আর্কাইভ সেন্টারের উদ্বোধন হলো শান্তিনিকেতনে। কেজি সূত্রমনিয়ম শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বাড়ি দান করে যান। সেখানেই তাঁর ইচ্ছে পূরণের শিবদা এবং এস ফাউন্ডেশনের কর্ণধার নবীন অনুযায়ী গড়ে ওঠে বিনোদ বিহারী আর্কাইভ সেন্টার। দুটোরই উদ্বোধন করেন মিনিয়োচার আর্টের প্রথিতযশা শিল্পী ড. অশোক দাস। মাস ব্যাপী চলবে কলাভবনের

বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন সহ একাধিক দাবীতে নবদ্বীপ পৌরসভার সামনে গণবিক্ষোভ এপিডিআর ও স্থানীয়দের

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ আগস্ট : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে বৈশাখী ভাবে বাসা হকরদের উচ্ছেদ সহ সরকারদের জামি জায়গা খলি করার কাজ। আর যা নিয়ে কার্যত প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও চলছে বিক্ষোভ প্রতিবাদ আন্দোলন। তবুও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চলছে সরকারি জায়গা খালি করার কাজ। সেখানে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান হোক বা বসত বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। রাজ্যে থেকে জেলা শহর সব জায়গার ছবিটা একই। তেমনিভাবে ব্যতিক্রম নয় নদীয়ার প্রাচীন জনপদ নবদ্বীপ শহরও। নবদ্বীপে পৌরসভার তরফে ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি জায়গাকে দখল মুক্ত করতে একাধিক হপদক্ষপে নিতে দেখা গেছে। কোথাও কোথাও বিক্ষোভের মুখে পরলেও সরকারি নির্দেশে মেনে চলাছে কাজ। এবার শহরের ১নং ওয়ার্ডে মালঞ্চ পাড়া ভাগার, তথা চন্দ্র কলোনী নাম বর্ন্তন এলাকা সরকারি জায়গা দখল মুক্ত ও ভাগ্যের সরকারি প্রকল্পের কাজে নিয়েছে পৌরসভার তরফে। শুধার যা নিম্নে স্পশ্রুতি উত্তাল নবদ্বীপ। জানা যায় ঐ এলাকাটিতে কমনেশি আনুমানিক শতাধিক পরিবারের বসবাস, ও শহরের একটি সামাজিক সমস্যাএস এবং অবৈতনিক পাঠশালাও রয়েছে। আর ওই এলাকার কিছুটা জমি রেল দপ্তরের অধিনে আর কিছুটা রাজ সরকারের। সুত্রে এর স্পশ্রুতি পৌরসভার তরফে রাজ সরকারের জমিতে ববাসসকারের জমি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ও ভাগ্যের সরকারি প্রকল্পের কাজও শুরু হবে তাও ঘোষণা করা হয়েছে। জানা যায় বর্তমানে ভাগাড়ে সরকারি প্রকল্পের কাজ যে এলাকা জুড়ে হবে তার মধ্যে কবশেশি আনুমানিক ২০ টি বাড়ি পরছে। সামগ্রিক ভাবে গোট। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার পর উচ্ছেদের নোটিশ দে়ে দিশেহারা পরিস্থিতি সকলের। নাওয়া খাওয়া ভুলে তাদের এখন একটাই চিন্তা মাথার ওপরে ছাদটা কিভাবে রক্ষা করবো। জানা যায় উচ্ছেদের নোটিশ পাবার পর স্থানীয়দের মধ্যেই কেউ বা কারা যোগাযোগ করে এপিডিআর এর সদস্যদের সাথে, পরবর্তী সময়ে এপিডিআরএর সদস্যরা যোগাযোগ করে ও , তাদের পাশে লড়কে তাদের পূণর্বাসনেরদাবি লড়ই করারও আশ্রয় দেন তারা, এমনবাহুয়্য গত ৩০।০৭।২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার দুপুরের এপিডিআর এর সদস্য ও

আমাদের জানিয়েছেন তদন্ত করে কেস নাশুর মনেনে তবে আদও তা হবে কিনা জানি না, তবে আমরা সাত দিন দেখাবো কিছু না হলে আদালতের দারস্থ হবে। সামগ্রিক ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান বিগত দিনে আমরা বহু এমন উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে আমাদের সংগঠন, সেখানে জয়ও হয়েছে সেই অংগিতা থেকেই এই পদক্ষেপ সাথে তিনি আরও বলেন বস্তিবাসীরা যতক্ষন চাইবে আমরা আন্দোলনে আছি আর তারা না চাইলেও এই আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাবো। সামগ্রিক ঘটনা প্রসঙ্গে নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপিতা জননিা কৃষ্ণ সাহা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই কাজ চলছে, ইচ্ছে করে কেও ঝামেলা করলে কিছু করার নেই, পাশাপাশি তিনি আরও জানান গত যারা প্রকৃত বস্তিবাসী তারা তো কেও আসছে না, তাহলে এরা কেন আসছে, যে কোন কিছু নিয়ম মেনে করলে কোন সমস্যাই তৈরি হয় না, গত মঙ্গলবার হঠা করে কয়েক জন মহিলা এসে ডেপুটেশন দেবে আমি কেনে তার কথা শুনবো! আমরা তো শুনলাম তাদের বাড়িও এখন নয়, যাদের সমস্যার কথা উনি বলছেন তারা তো কেউ আসছেন না, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন গত মঙ্গলবার ওই মহিলা তো পরলে আমাকে মারতে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল। আসলে এদের কিছু নেই চাচারে থাকার স্টো, আমরা ইতিমধ্যে বলেছি পুনর্বাসন দেওয়া হবে, শুধু এখানে নয় শহরে ইতিমধ্যে হাজারের ওপরে হকরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও সুত্রে খবর মালঞ্চ পাড়া চন্দ্র কলোনী, ভাগার সংগ্গু এলাকার একাংশ মানুষের পৌরসভার থেকে দেওয়া পুনর্বাসনের প্রস্তাবকে সাধুবা জানিয়ে স্বাগত জানিয়েছে ইতিমধ্যে, আর কিছু বাকী বিক্ষোভের পথে হেটেছে, যদিও এই এলাকায় অবৈতনিক পাঠশালায় দায়িত্বে থাকা পৃথিবী ফাউন্ডেশন নামক সামাজিক সংগঠনের দাবী এখনো সে ভাবে আমাদের কাছে কিছু নোটিশ আসে নি, তবে যদি সরকারের জায়গা দেবে হয় তাহলে সত্যি আমাদের সমস্যা হচ্ছে, তারা জানায় শহরের অন্যতম প্রত্যন্ত এলাকা এটি এই এলাকার শিশুদের শিক্ষা সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে ও সাংস্কৃতিক মনস্ব কাজের তেলার লক্ষ্যে আমরা এই জায়গায় এই পাঠশালাটি খুলেছিলাম ।

বুলডোজার থমকে গেল শাসকদলের পাটি অফিসের সামনেঃ দ্বিচারিতা বলে পৌরসভা ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১ আগস্ট : পূর্ব নির্ধারিত ঘোষনা অনুযায়ী আগষ্টের প্রথম দিন থেকেই ফের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলো বর্ধমান পৌরসভা ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে। তবে ভাঙা হলোনা রাস্তার উপরে অবৈধভাবে থাকা তৃণমূলের পাটি অফিস। বৃহস্পতিবার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় বর্ধমান শহরের অন্য কোয়ার্টার মোড় থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত। উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে সাময়িক নেতৃত্বে ছিলেন এলাকায় বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার, এসডিও নর্থ তীর্থঙ্কর বিশ্বাস সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন বুলডোজার সরকারি রাস্তার উপর দখল করে ব্যবসা করা দোকানঘরগুলির উপর। একের পর এক অবৈধ দোকান বুলডোজার চালিয়ে ভাঙ্গা হয়। কিন্তু বুলডোজার এসে থমকে যায় একই ভাবে অবৈধভাবে রাস্তা দখল করে থাকা আইএনটিটিইউসির অফিসের সামনে। এদিন রাস্তা দখলকারি অন্যান্য দোকানপাট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হলেও কেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ওই অফিস ভাঙ্গা হল না তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন তোলেন উচ্ছেদ হওয়া দোকানদারেরাও। শুরু হয় চাপানউতোর। পৌরসভার

চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকারকে ঘিরে তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দোকান মালিকরা। তাদের বক্তব্য তারা এবার রুজি রোজগার হারিয়ে পথে বসলে চলছেন। কিভাবে তাদের সংসার চলবে, কিভাবে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা চালাবেন বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অনেকেই। আবার কেউ কেউ বলেন শাসকদলের নেতারাি টাকার বিনিময়ে তাদের বসিয়েছিলেন, এখন তারা কোথায় যাবেন। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়া অমানবিক কাজ। তারা আন্দোলনে বসবেন বলেও হুশিয়ারী দেন এদিন। আবার বিপরীতে পৌরসভা ও জেলা প্রশাসনের এই কাজকে অনেকে সাধুবাও জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, অবৈধভাবে রাস্তা দখল করে যাত্র ভরত ব্যবসা চালাচ্ছে কয়েকজন। বর্ধমান পৌরসভার রাস্তা দখল করে ব্যবসা করে ‘ম্যান মেড’ বানজট সৃষ্টির জন্য এসব অবৈধ দোকানদারদের অধিকাংশই দারী। পৌরসভা এতদিনে নিজের কাজ শুরু করেছে। এভাবেই সম্পূর্ণ বর্ধমান শহরকে দখলমুক্ত করতে হবে বলে জানিয়েছেন তারা। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনায় কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। তারা এই ঘটনাকে দ্বিচারিতা বলেও উল্লেখ করেছেন।

তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে মাটি ধসে গর্ত, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় যাত্রী সাধারণের

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ আগস্ট : ঘন ঘন ট্রেন দুর্ঘটনা ট্রেন যাত্রীদের মনে আতঙ্ক তৈরি করছে। এরই মধ্যে তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে মাটি ধসে গর্ত তৈরি হওয়ায় অনেকের মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।এই গর্তের অংশে স্টেশন চত্বরের বাউন্ডারি নিচের কংক্রিট ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। গরু, ছাগল এমনকি মানুষও ওখান দিয়ে ভেতরের ঢুকে যেতে পারে। ক্রত মোরামত না হলে বাউন্ডারি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। তুফানগঞ্জ ১ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ রেলস্টেশন চত্বরে মাটি ধসে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হলেই দিন দিন গর্তের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। গর্তের

হাত কয়েক দূরেই রয়েছে ট্রেন লাইন। তাই ক্রত ওই গর্তটি সংস্কার করার দাবি উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা পথচারী নন্দলাল বাবকারের কথায়, প্রতিদিন মনিং ওয়ার্ক করতে গিয়ে নজরে পড়ে রেলস্টেশনের ছোট্ট গর্তটি গত দুই মাসে অনেকটাই বড়ো। আকার নিয়েছে।বৃষ্টি হলেই আকার বড় হচ্ছে। এখন মোরামত না করলে পরবর্তীতে রেললাইনের সাথে যুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। কাজেই ক্রত গর্তটি বন্ধ করা দরকার। এই ব্যাপারে তুফানগঞ্জ রেলস্টেশনে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় মতামত পাওয়া যায় নি। তুফানগঞ্জ শহরের কিছুটা দক্ষিণে রয়েছে

তু ফানগঞ্জ রেলস্টেশন। তু ফানগঞ্জবাসীর কাছে এই রেলস্টেশনের গুরুত্ব অপরিসীমা। এই স্টেশনের মাধ্যমে বাংলার সাথে অসরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে।

Office of the Raghbapur Gram Panchayat, Panchayat-II, VIII-Bongabari, Post-V.Nagar, Purulia-II Panchayat Samity, Purulia
Notice Inviting e-Tender No:- WBPUR/RGP/ P-II/INIT (E)-04/2024-25 of the Pradhan, Raghbapur Gram Panchayat, having different works in the e tender portal as per given schedule. Date of uploading of N.I.T & other Documents (online) (publishing Date): 02.08.2024. Documents download/sell start date (online) 02.08.2024. Documents download/sell end date (online) 17.08.2024. Bid submission start date (online) 02.08.24. Bid submission end date (online) 17.08.24. Bid opening date for Technical Proposals 19/08/2024. For details please contact Gram Panchayat Office.
Sd/-Pradhan Raghbapur Gram Panchayat Purulia-II Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION &TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Exe.Engr. (E)/Ltg/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :- 1. NIT NO. : LTG/Z2/DOGP/OUND/1/24-25 Name of work : Replacement of electrical accessories, wirings, GSB at Entally Dog Pound, Wd-54, Br.-VI, under KMC. Estimated Amount : Rs.2,07,029.80. Earnest Money : Rs.2,500.00. Period of Completion : 30 Days. Publishing date and time : 08.08.2024 from 11 a.m. Bid submission starting date and time : 08.08.2024 from 11 a.m. Last date and Time of submission of Bid : 24.08.2024 upto 11 a.m. Bid opening date for technical proposal : 27.08.2024 at 11 a.m. 2. NIT NO. : LTG/50/46/VI/Z-II/24-25 Name of work : Installation of lighting arrangement by LED lights at Chittaranjan avenue and other places in Ward No.46. Estimated Amount : Rs.4,91,839.70. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 15 Days. Last date and time of Submission of Bid : 14.08.2024 upto 1 p.m. 3. NIT NO. : LTG/46/V/Z-II/24-25 Name of work : Renovation work of lighting system at from Judges Ghat to Panighat-1 at Riverfront sites under Br-V. Estimated Amount : Rs1,96,671.00. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 15 Days. 4. NIT NO. : LTG/77/INST/BR-VIZN-II/24-25 Name of work : Supply, installation and fixing of electrical lighting luminaries along with other electrical accessories at Br.-V Office Building & other Institutions under Br.-V. Estimated Amount : Rs1,99,281.00. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 20 Days. Last date and time of Submission of Bid : 12.08.2024 upto 12 noon (for SI.No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from 08.08.2024 after 11 a.m. (for SI.No.1), 02.08.2024 at 1 p.m. (for SI.No.2) and 02.08.2024 at 6 p.m. (for SI.No. 3 & 4). The website https://wbtdenders.gov.in (for SI.No.1 & 2) and https://etender.wb.nic.in (for SI.No. 3 & 4). The Ex.Engr.(E)/Ltg/Z-1, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works :- 1. NIT NO. : LTG/95/WD-32/BR-III/Z-1/24-25 Name of work : Repairing and maintenance of street light at Manikalta Main Road, Bagmari Road and other places in Wd No.32 under Br.-III. Estimated Amount : Rs.1,98,541.36. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 45 Days. 2. NIT NO. : LTG/21/EMB/BR-III-Z-1/24-25 Name of work : Operation & maintenance of street lighting arrangements at Hudco More to Chinirighata Chaulpatty Road crossing (Em Bypass) under Br.-III, KMC. Estimated Amount : Rs.4,73,607.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 365 Days. 3. NIT NO. : LTG/18/32/BR-III/Z-1/24-25 Name of work : Renovation of damaged street lighting arrangements due to Remal in Wd No.32 under Br.-III for smooth functioning of street lighting system. Estimated Amount : Rs.1,11,448.03. Earnest Money : Rs.2,500.00. Period of Completion : 15 Days. 4. NIT NO. : LTG/63/WD-14/BR-III/Z-1/24-25 Name of work : Supply and delivery of Led street light fittings at Murari Pukur Road & different places in Ward No.14 under Br.-III. Estimated Amount : Rs.4,98,339.22. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 30 Days. Last date of submission of Bid : 17.08.2024 at 1 p.m. (for SI.No. 1 to 4). 5. NIT NO. : LTG/59/WD-20/BR-III/Z-1/24-25 Name of work : Supply and delivery of Led lights at B.K. Paul Road and other places in Ward No.20. Estimated Amount : Rs.4,90,680.28. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 15 Days. 6. NIT NO. : LTG/66/WD-20/BR-III-Z-1/24-25 Name of work : Improvement work of lighting arrangement at B.K. Pal Road Side Ward No.20 under Br.-II. Estimated Amount : Rs.4,85,979.97. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 30 Days. Last date of submission of Bid : 17.08.2024 at 3 p.m. (for SI.No. 5 & 6). The Bid forms and other details are available on and from 02.08.2024 at 4 p.m. (for SI.No. 1 to 4) and 03.08.2024 at 3 p.m. (for SI.No. 5 & 6). The website https://etender.wb.nic.in (for SI.No. 1 to 6). The Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online, two part Bid system for the following work :- NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/153 Name of work : Supply & delivery of Led street	light fitting for Mayurbhanj Labour Quarters & Goragacha Labour Quarters under Br.-IX. Estimated Amount : Rs.2,51,432.00. Earnest Money : Rs.5,100.00. Period of Completion: 07 Days. Last Date and time of Completion of Bid : 12.08.2024 upto 2 p.m. Tender (Technical) Opening Date : 12.08.2024 at 4 p.m. The Bid form and other details are available on and from 02.08.2024 from 2 p.m. For full and further details, please visit the Website : https://etender.wb.nic.in Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/ Br.-X, KMC invites e-tender online, two part Bid system for the following work :- NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/68/24-25 Name of work : Development of street lighting system at Aswininagar, Samajgarh and other areas in Ward No.95, Br. Aswininagar. Estimated Amount : Rs.2,49,001.36. Earnest Money : Rs.5,000.00. Period of Completion : 15 Days. Last Date and time of Completion of Bid : 12.08.2024 upto 12 noon. The Bid form and other details are available on and from 31.07.2024 from 2 p.m. The website https://etender.wb.nic.in The Director General (Electrical), KMC invites e-tender online, two part Bid system for the following works :- 1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/76/24-25 Name of work : Supply and delivery of Led street light fittings for different areas in Ward No.105, Br.-XII. Estimated Amount : Rs.4,71,923.00. Earnest Money : Rs.9,500.00. 2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/78/24-25 Name of work : Supply and delivery of Led street light fittings for different areas in Ward No.107, Br.-XII. Estimated Amount : Rs.4,72,260.00. Earnest Money : Rs.9,500.00. Period of Completion : 15 days (for SI.No.1 & 2). Last Date and time of Completion of Bid : 13.08.2024 upto 3 p.m. (for SI.No.1 & 2). The Bid form and other details are available on and from 02.08.2024 from 3 p.m. (for SI.No. 1 & 2). The website https://etender.wb.nic.in (for SI.No.1 & 2). The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V/ Br.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :- 1. NIT NO. : LTG/XIV/59/24-25/128/IMP Name of work : Improvement of street lighting system at Dr. A.K. Pal Road, B.B. Sengupta Road and other Road, Lane, Bye-Lane in Ward No.128. Estimated Amount : Rs.4,98,267.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. 2. NIT NO. : LTG/XIV/60/24-25/128/RE Name of work : Repairing and replacement of the existing street lighting system at Laxmi Narayan Motilal Road, Parul Kancha Road and other different areas in Ward No.128. Estimated Amount : Rs.4,97,739.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. 3. NIT NO. : LTG/XIV/94-25/132/UD Name of work : Repairing and renovation of decorative lighting arrangement at Upen Banerjee Road under Borough-XIV. Estimated Amount : Rs.1,38,171.00. Earnest Money : Rs.2,800.00. 4. NIT NO. : LTG/XIV/77/24-25/129 (1st Call) Name of work : Upgradation of street lighting system with incorporation of led luminaries at Ramkrishna Sarani, Senpally, Mayo Road, Shyamundar Pally and other areas in Ward No.129. Estimated Amount : Rs.4,92,754.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. 5. NIT NO. : LTG/XIV/68/24-25/130 (1st Call) Name of work : Development of street lighting system at Keder Chatterjee Lane, Boxi Bagan and Bondhulad Club surrounding areas in Ward No.130. Estimated Amount : Rs.4,84,359.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. 6. NIT NO. : LTG/XIV/47/24-25/SSU (1st Call) Name of work : Miscellaneous work of the air conditioning system of the Chambers of Chairperson Borough-XIV at 1st Floor, SSU Office Building. Estimated Amount : Open Question. Earnest Money : Rs.2,760.00. Period of Completion : 15 days (for SI.No. 1 to 6). Last Date & Time of submission of Bid : 10.08.2024 at 5 p.m. (for SI.No. 1 to 3) and 10.08.2024 at 3 p.m. (for SI.No.4 to 6). The bid forms and other details are available on 02.08.2024 at 5 p.m. (for SI.No. 1 to 3) and 02.08.2024 (for SI.No. 4 to 6). The website https://wbtdenders.gov.in (for SI.No. 1 to 3) and https://etender.wb.nic.in (for SI.No.4 to 6).
3321 24-25	



প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট: এই লড়াই জেতা হল না। প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই চলছিল তাঁর। চিকিৎসার জন্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন তাঁর সমসাময়িক এবং অন্যান্য ক্রিকেটাররাও। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও আর্থিক সহযোগিতা করেছিল। বিসিআইসি সভাপতি তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কঠিন পরিস্থিতি পাশে দাঁড়ায় বোর্ড। বুধবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন ৭১ বছরের অংশুমান গায়কোয়াড়। দীর্ঘ ১২ বছর দেশের হয়ে খেলেছেন অংশুমান গায়কোয়াড়। ৪০টি টেস্ট এবং ১৫টি ওয়ান ডে খেলেছেন দেশের জার্সিতে। দুটি সেঞ্চুরি সহ করেছেন ১১৫৪ রান। এর মধ্যে সেরা ইনিংস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ১৯৮৩ সালে জলন্ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২০১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন অংশুমান গায়কোয়াড়। পরবর্তীতে ভারতীয় দলের কোচ হন। ১৯৯৭-১৯৯৯ এবং এরপর ২০০০ সালে জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। তাঁর সময়েই



ভারতীয় দল। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা কোচের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট মহল। বোর্ড সচিব সহ শাহ সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক বার্তা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়ায় অংশুমান গায়কোয়াড়কে নিয়ে শোক বার্তায় লিখেছেন- ‘ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেট

কখনও ভুলবে না। তিনি একজন দুর্দান্ত ক্রিকেটার এবং কোচ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি খুবই ব্যথিত। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।’ বছরের শুরুতেই তাঁর সতীর্থ সন্দীপ পাতিল ব্যক্তিগত ভাবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর্থিক সমস্যার কথা প্রকাশ্যে আনেন। ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন অংশুমান গায়কোয়াড়। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা দল নির্বাচন কমিটির প্রধান দিলীপ বেন্দসরকার ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেন। ৮৩র বিশ্বজয়ী দলের ক্যাপ্টেন কপিল দেব এবং ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যান্য কিংবদন্তি মহেন্দ্রসিং আমরনাথ, সুনীল গাভাসকর, সন্দীপ পাতিল, দিলীপ বেন্দসরকার, মনদালাল, রবি শাস্ত্রী, কীর্তি আজাদরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কোনও সহযোগিতাই অবশ্য প্রাণ বাঁচাতে পারল না দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়ের। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রাতেই লিখেছেন, ‘ভয়ঙ্কর খবর, রেস্ট ইন পিস অংশু ভাই।’ রাতেই সমগ্র ক্রিকেটমহল এই নানী ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধায় ও স্মরণে ভরিয়ে তুলেছেন।

অলিম্পিক পদক থেকে এক ম্যাচ দূরে বন্ধার নিশান্ত

প্যারিস, ১ আগস্ট: লড়াইনা বরগোহাঁহিরের পরে বজ্রং থেকে আরও একটি পদকের আশা করছে ভারত। প্যারিস অলিম্পিকে পুরুষদের ৭১ কেজি বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন নিশান্ত দেব। কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ জিততে পারলেই একটি পদক নিশ্চিত হয়ে যাবে। নিশান্ত জিতলেও হতাশ করেছেন নিখাত জারিন। মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে শেষ যোলের মাচে হেরেছেন তিনি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের হোসে গ্যাব্রিয়েল রদ্রিগেসকে হারিয়েছেন নিশান্ত। তিনি রাউন্ড শেষে ৩-২ পয়েন্টে জেতেন তিনি। অর্থাৎ, তিন জন বিচারক নিশান্তকে বেশি পয়েন্ট দিয়েছেন। দু’জন বেশি পয়েন্ট দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েলকে। বজ্রংয়ে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ নেই। অর্থাৎ, দুই সেমিফাইনালে যে দুই বন্ধার হারবেন তাঁরা দু’জনেই ব্রোঞ্জ পাবেন। সেই কারণে, নিশান্ত আর একটি ম্যাচ জিততে পারলেই অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করবেন। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন নিশান্ত। গ্যাব্রিয়েলকে চাপে রাখেন তিনি। টিকি জয়গায় ঘূসি মারেন। ফলে প্রথম রাউন্ডে পাঁচ জনই নিশান্তকে এগিয়ে রাখেন। তবে তৃতীয় রাউন্ডে মেরেন গ্যাব্রিয়েল। তার পরেও জিততে পারেননি তিনি।

ভারতকে শুটিংয়ে পদক দিলেন স্বপ্নিল



প্যারিস, ১ আগস্ট: ভারতকে শুটিং থেকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দিলেন ভোপালের স্বপ্নিল কুসালা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি গ্রি পজিশন ৫০ মিটার রাইফেল ইভেন্টে পদক আনলেন। তিনি শুরু থেকেই দাপটের সঙ্গে গুলি ছুড়ছিলেন। তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। গতকাল তিনি সপ্তম স্থানে থেকে ফাইনালে উঠেছিলেন। তারপর থেকেই সারা দেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ করলেন ২৬ বছরের শুটার। তাঁকে দেশে একবারও মনে হয়নি তিনি প্রথম অলিম্পিকে নেমেছেন। স্বপ্নিলের আইডল হলেন এম এস থোনি। তিনি মধ্য রেলওয়ের টিকিট কালেক্টর। গতকালই জানিয়েছিলেন, ফাইনাল ইভেন্টে থোনির মতো ঠাণ্ডা মাথা রেখে বাজিমাত করতে হবে। স্বপ্নিল এগিয়েছিলেন সোনার জন্য, কিন্তু তিনি যখন সেটি হারালেন, কোনও

একটি পদকের জন্য মরিয়া ছিলেন। সেই লক্ষ্যে সফল এই শুটার। এর আগে স্বপ্নিলের বড় সাফল্য বলতে ছিল ২০২১ সালে তিনি বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় শুটিং ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন। সেইপ্রথম তিনি আলোয় আসেন। তারপর কঠিন ট্রেনিং বলতে যা বোঝায়, সেটাই তিনি করে গিয়েছেন। তাঁকে গাইড করেছেন আরও এক পদকজয়ী শুটার গগন নারা। তিনি ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। সেই নজির এবার ভাঙেন মনু। ভোপালের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন স্বপ্নিল। তিনি মোট স্কোর করেছেন ৪৫১.৪। বার্বা এই ইভেন্টে সোনা ও রূপা পেয়েছেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে চিনের ইউ ক়ে লিউ (৪৬৩.৬ পয়েন্ট) ও রূপা আনলেন ইউক্রেনের এস কুলিশ, তিনি স্কোর করেছেন ৪৬১.৩ পয়েন্ট। এই নিয়ে

সেমসের ষষ্ঠ দিনে ভারতের তিনটি পদকই এল শুটিং থেকে। এর আগে মনু ভাস্কের পেয়েছিলেন জোড়া ব্রোঞ্জ পদক। তাঁর এদিনও একটি বিভাগের ফাইনাল রয়েছে। মনু জিতলে পদক জয়ের হ্যাটট্রিক গড়বেন। সেদিক থেকে স্বপ্নিলকে নিয়ে কোনও প্রত্যাশাই ছিল না। তিনি প্রচারের আড়ালে থেকে বাজিমাত করে গিয়েছেন। বরং তাঁর সতীর্থ ঐশ্বর্য সিং তামারকে নিয়ে আশা ছিল। তিনি ফাইনালেই উঠতে পারেননি। স্বপ্নিল দেখালেন লক্ষ্য ঠিক রাখলে সবকিছু সম্ভব। তিনি ২০২২ সালে কায়রোতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতেছিলেন টিম ইভেন্টে। ওইবছরই অবশ্য শুটিং বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত বিভাগে দুটি সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু অলিম্পিক পদকের থেকে বড় কিছু নেই, সেটিও অর্জন করে তারকা হয়ে উঠলেন স্বপ্নিল।

বাগানে আরও দু’বছর চুক্তিতে পেত্রাতোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্ট: মোহনবাগানে আরও দুইবছরের চুক্তিতে সেই করলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তিনি সবুজ মেরুন সমর্থকদের নায়কের মণি। সেই কারণে দিমিত্রির সহইয়ের পরে উজ্জ্বলিত সমর্থকরা। মোহনবাগানের এই ফরোয়ার্ড এখনও শহরে আসেননি। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। তিনি অবশ্য ১৮ আগস্ট ডার্বি ম্যাচে খেলতে পারবেন। তার আগেই তিনি প্রস্তুতিতে যোগ দেন। বাগানে সেই করার পরে পেত্রাতোস খুবই খুশি। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আরও দুই বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে সেই করতে পেরে ভাল লাগছে। এখনও দলকে আমার অনেককিছুই দেওয়ার রয়েছে। মোহনবাগানের গোলমেশিন আরও বলেছেন, ‘দলের কোচ থেকে শুরু করে কতরা আমার প্রতি আস্থা দেখানায় ভাল লাগছে। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, আমি আমার নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে টুফি এনে দেওয়ার চেষ্টা করব। এবার আমাদের শক্তি আরও বেড়েছে।’



আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু জেমি মোকালানো যোগ দিয়েছে। ওর সঙ্গে আমি বহু ম্যাচ খেলেছি। আমাদের জুটি জমে যাবে।’ দিমিত্রি যে নিজের দল নিয়ে সব খোঁজই রাখেন, সেটি পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। পেত্রাতোসের বক্তব্য, গ্রেগ স্টুয়ার্ট দলে আসার শক্তি আমাদের বেড়েছে। পাশাপাশি রক্ষণে এসেছেন টম আলফ্রেড ও আলবার্তো রডরিগেজের মতো তারকা। আপুইয়ার মতো ভারতের নামী ফুটবলার আসতেও আমাদের মনোবল বেড়েছে।’ সবশেষে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কথাও আলাদাভাবে জানান এই কুলভোজার স্টুডিকার। দিমিত্রির কথায়, ‘দলের সমর্থকরাই আমাদের প্রেরণা। আমি চাই, এবারও সমর্থকরা আমার পাশে থাকুন। গত মরশুমে মেমন একটা দল হিসেবে খেলেছিলাম, এবারও সেই লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামব। আরও টুফি জেতাঁই লক্ষ্য থাকবে।’

দেহরক্ষীর হাতে ব্যালন ডি’অর দিয়ে যা বলেছিলেন মেসি



ফ্লোরিডা, ১ আগস্ট: পরিবারের বাইরে লিওনেল মেসির সবচেয়ে বেশি সময় কাটে সম্ভবত ইয়াসিন চ্যুয়াকের সঙ্গে। দেহরক্ষী বলে কথা! ২০২৬ সালের জুলাইয়ে মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই পেশাদার নিরাপত্তাকর্মী। দেহরক্ষী হওয়ায় খুব কাছ থেকেই মেসির ভালো-মন্দ নানা সময়ের সাক্ষী ইয়াসিন। সে সবেরই অংশবিশেষ নিয়ে এবার কথা বলেছেন এক্স প্রাটফর্মের দ্য ইউরোপিয়ানল্যান্ডের সঙ্গে। নিজেকে মেসির পরিবারের একজন মনে করেন জানিয়ে ২০২৬ ব্যালন ডি’অরের একটি স্মৃতিচারণা করেছেন ইয়াসিন। সেখানে বলেছেন, অর্জেন্টাইন অধিনায়কের কিছু কথা তিনি কখনো ভুলবেন না। ২০২৬ সালে আলিঁ হলান্ড ও কিলিয়ান এমবাপেকে পেছনে ফেলে ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন মেসি। ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানে মেসিকে পুরো সময় সদ

দিয়েছেন ইয়াসিন। সে সময় ফেরার পথে বিমানে মেসির সঙ্গে আলাপন ইয়াসিন তুলে ধরেন এভাবে, ‘‘মেসি আমাকে দেহরক্ষী হিসেবে দেখে না, বরং একজন বন্ধু হিসেবে হিসেবে দেখে। যখন সে ব্যালন ডি’অর জিতল, সে আমাকে বলল ইয়াসিন ব্যালন ডি’অরটা নাও। আমি তাকে বললাম, আচ্ছা। প্রথমে আমি ভেবেছি, সে হয়তো আমাকে এটা অন্য কোথাও বহন করে নিয়ে যেতে বলবে।’’ এরপর কী ঘটল, তার বর্ণনা দিয়ে ইয়াসিন আরও বলেছেন, ‘‘আমি যখন সেটা হাতে নিলাম, সে তার পুত্রদের এবং স্ত্রীকে বলল, সেরা দেহরক্ষীদের ব্যালন ডি’অর পাবে ইয়াসিন। এটা খুবই সুন্দর মুহূর্ত এবং বিশ্বসেরা এই খেলোয়াড়ের কথাগুলো আমি কখনো ভুলব না।’’ নিজেকে মেসির পরিবারের একজন মনে করেন জানিয়ে এই দেহরক্ষী বলেছেন, ‘‘আমি নিজেকে তার পরিবারের একজন হিসেবে অনুভব করি এবং আমি তাকে রক্ষার সবেচ্ছা চেষ্টা করি। এটা শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয় বরং মানসিক দিক থেকেও। কারণ সে আমাকে অনেক বিশ্বাস করে এবং আমার ওপর নির্ভর করে। তাই আমার কাজ হচ্ছে, তার ওপর পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া। সে অনেক বিনয়ী।’’ ইন্টার মায়ামির প্রেসিডেন্ট ডেভিড বেকহামের উল্লেখ্যে নিয়োগ করা ইয়াসিন মূলত খেলাসংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোয় মেসির সঙ্গে থাকেন। ম্যাচ ও অনুশীলন এবং কোনো অনুষ্ঠানে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিতের কাজটি করেন তিনি।

হকিতে এগিয়ে গিয়েও ভারতের হার, লড়াই শেষ বন্ধার জারিনেরও



প্যারিস, ১ আগস্ট: প্যারিস অলিম্পিকের ষষ্ঠ দিনে ভারতীয় হকি দল ১-২ গোলে হার মাল বলজিয়ামের কাছে। ম্যাচে প্রথম কোয়ার্টারে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। দেশের হয়ে গোল করেন অভিষেক। এগিয়ে থাকার সুবিধে নিতে পারেনি জাতীয় দল। ম্যাচের ১৮ মিনিটে অভিষেকের দুরন্ত কিন্তু গোল দেখার পরে ভাবা গিয়েছিল বিপক্ষ দলকে হয়তো মাথা তুলতেই দেবে না, কিন্তু সেটি হয়নি। বরং বলজিয়াম দুটি গোল দিয়ে জিতে যায়। ভারত গ্রেপ থেকে পরের রাউন্ডে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কারণ পরের ম্যাচে আরও শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে হারাতেই হবে হরমণপ্রীতের। এই ম্যাচে ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক পি আর শ্রীজেশের গোলকিপিং অনবদ্য ছিল। কিন্তু তাঁর লড়াই আর দাম পায়নি। শুরু থেকে একেবারে পার এক আক্রমণ রুপে দিয়েছেন শ্রীজেশ। তিনি হয়ে ওঠেন প্রাচীর। ভারত হেরে যায় মাঝরাট ও আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের জন্য। হরমণপ্রীতের গোলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পারেননি। এদিকে, বজ্রংয়ে নিখাত জারিনের আশা শেষ। তিনি অলিম্পিক থেকে হেরে বিদায় নিলেন। তিনি কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই চিনের বন্ধার উয় উ-র বিরুদ্ধে হার মেনেছেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। জারিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, কিন্তু তিনি এত সহজে হার মানবেন ভাবা যায়নি। বজ্রংয়ে ভারতের আশা এই মুহূর্তে লড়াইনা বরগোহাঁহি। তিনি প্রথম ম্যাচ জিতে শেষ খেলোয়াড় হন করে নিয়েছেন।

আইপিএলে খেলা নিয়ে ধোনি বললেন, ‘টিমের ভালো হবে এমন সিদ্ধান্তই নিতে চাই’

হায়দরাবাদ, ১ আগস্ট: গত দুদিনে বন্ধার ধরেই এই আলোচনা চলছে। প্রতি আইপিএলের আগে খোঁজা খোঁজ তৈরি হয় মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলবেন কিনা। এ বারও নতুন নয়। আগামী আইপিএলের আগে রয়েছে মেগা অকশন। তার মাঝেই প্রস্ট উঠছে, মহেন্দ্র সিং ধোনি খেলা চালিয়ে যাবেন কিনা। অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই মনে করেন, ধোনির যা ফিটনেস তাতে আগামী আইপিএলে নিঃসন্দেহে খেলতে পারেন। গত মরসুমে শেষ মুহূর্তে স্ট্রোই সুপার কিংসের নেতৃত্ব গুহুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে তুলে দেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এরপর থেকে প্রশ্নটা আরও জোরালো হচ্ছে। ধোনি

নিজে যা বলছেন। আইপিএল ২০২৫-এর এখনও অনেকটা সময় বাকি। মহেন্দ্র সিং ধোনি তাই ধীরে চলে নীতিতেই রয়েছেন। গত মাসেই ৪৩-এ পা দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে ধোনি বলেন, ‘‘এখনও অনেক সময় বাকি। প্লেরার রিটেনশন নিয়ে কী নিয়ম হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। এই মুহূর্তে বল আমাদের কোর্টে নেই। আগামী আইপিএলের নিয়মগুলো নিশ্চিত

হয়ে যাক, এরপর সিদ্ধান্ত নেব। তবে টিমের ভালো হবে এমন সিদ্ধান্তই নিতে চাই।’’ গত সপ্তাহের ধোনি নেতৃত্ব ছাড়ায় মনে করা হয়েছিল, সব ম্যাচে খেলবেন না তিনি। ধোনি অবশ্য সব ম্যাচই খেলেছিলেন। অঙ্গুর জবান প্লে-অফে জয়গা করে নিতে পারেনি স্ট্রোই সুপার কিংস। পুরো ম্যাচে কিপিং করলেও ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে ধোনি মূলত কয়েক বলের জন্যই নেমেছেন। সিজ হিটার স্পেশালিস্টও বলা যায়।

ভালোবাসার প্যারিসে আর না-ও ফিরতে পারেন রাফায়েল নাদাল

প্যারিস, ১ আগস্ট: সাইডলাইন থেকে টেনিস সরঞ্জামগুলো তুলে নিয়েই চারপাশে ঘুরে ঘুরে তাকালেন রাফায়েল নাদাল। সবাই তখন দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাচ্ছিলেন। একটি পর ড্রেসিংরুমের দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলেন। সন্দী কালোস আলকারাজ সেই মুহূর্তে তাঁর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু নাদালের ভেতরের যন্ত্রণা তাতে একটুও কমেছে? টেনিস অঙ্গন তো বটেই, নাদালকে ক্রীড়াদানের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বানিয়েছে ভালোবাসার শহর প্যারিসের এই রোলাঁ গারো স্টেডিয়াম। ২২ গ্র্যান্ড স্ল্যামের ১৪টিই সেখানে জিতে হয়েছেন ‘লাল দুর্গের রাজা’। ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনাল যে কোর্টে হয়, কালেকের ম্যাচটা সেই ফিলিপে শারিয়ারেতে খেলেছেন। সেখানে তাঁর কতকটা স্মৃতি! এমন জায়গা থেকে বিদায় নিতে যে কারোই কষ্ট হওয়ার কথা। নাদালেরও হয়েছে। বিদায়? হ্যাঁ, প্যারিসের প্রিয় প্রাঙ্গণ রোলাঁ গারোর কোর্টে নাদালকে আর কখনো না-ও খেলতে দেখা যেতে পারে। ৩৮ বছর বয়সী কিংবদন্তির কথাতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। গত সোমবার মোডাক জকেভিডের কাছে ৬-১, ৬-৪ সেটে হেরে প্যারিস অলিম্পিক টেনিসে ছেলেদের একক ইভেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বাদ পড়েছেন নাদাল। আলকারাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাল যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিন ক্রাইচেক ও রাজীব রাম জুটির কাছে ৬-২, ৬-৪ সেটে হেরে ছেলেদের দ্বৈত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেও ছিটকে পড়েছেন। এর মধ্য দিয়ে

নাদালের অলিম্পিক যাত্রা যেমন শেষ হলো, তেমনি রোলাঁ গারোতেও সম্ভবত তাঁকে শেষবারের মতো দেখা গেল। রোলাঁ গারোয় শেষ ম্যাচটি কি খেলে ফেললেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে নাদাল বলেছেন, ‘‘হতে পারে, আসলে আমি জানি না। এখানে (প্যারিসে) যদি শেষবারের মতো খেলে থাকি, তাহলে এটা আমার জন্য অবিস্মরণীয় ও আবেগান্বিত অনুভূতি যতবার আমি এই কোর্টে নেমেছি, তাঁরা (দর্শকেরা) আমাকে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন।’’ দ্বৈত ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে নাদাল-আলকারাজের স্পেন হেরে যাচ্ছে বুঝতে

পেরেও দর্শকেরা ম্যাচজুড়ে নাদালের জন্য করতালি দিয়েছেন, গল্লা ফাটিয়েছেন ও গান গেয়েছেন। দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘‘এটা (দর্শকদের



উপস্থিতি ও সমর্থন) আমার জন্য বিশেষ ব্যাপার, বিশেষ করে এই জায়গায়। তাঁদের নিয়ে আমার মনে যে আবেগ তৈরি হয়েছে, সে জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানানো যথেষ্ট নয়। আমি জানি না ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে। তবে এটিই যদি শেষবার হয়, তাহলে আমি বলব মুহূর্তগুলো উপভোগ করেছি।’’ নাদালকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ রাজীব রাম। তিনি

বলেছেন, ‘‘রোলাঁ গারোয় রাফাই শেষ কথা।’’ রোলাঁ গারো থেকে বিদায়ের ইঙ্গিত দিলেও বর্ণাঢ্য টেনিস ক্যারিয়ারের ইতি কবে টানবেন, সে ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি নাদাল। বয়স ও লাগাতার চোট বিবেচনায় নিলে টেনিসকে দেওয়ার মতো তাঁর আর খুব বেশি যে বাকি নেই, সেটা অনুমান করাই যায়। এ মাসেই শুরু হচ্ছে ইউএস ওপেন। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলবেন কি না, সে ব্যাপারেও নাদাল নিশ্চিত নন বলে গত বুধবার জানান। কাল অবসর ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘সিদ্ধান্ত নিতে আমার কিছু সময় প্রয়োজন। মনে হচ্ছে এটা আমার জন্য কঠিন হবে। ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে আমি আসলে ফলের চেয়ে আবেগ ও অনুভূতির জন্য খেলছি।’’ প্যারিস অলিম্পিকে স্পেনকে পদক এনে দিতে না পারলেও নাদালের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে জুটি বেঁধে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত আলকারাজ, ‘‘নেটের একপাশে রাফার সঙ্গে খেলতে পেরেছি। এটা আমার জন্য অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। এটা এমন কিছু, যা আমি কখনোই ভুলব না। তাঁর সঙ্গে খেলা প্রতিটি সেকেন্ড আমি উপভোগ করেছি।’’ নাদালের অবশ্য অলিম্পিক নিয়ে আক্ষেপ থাকার কথা নয়। স্পেনকে তো তিনি অনেক আগেই সোনার পদক এনে দিয়েছেন। ২০০৮ বৈজিং অলিম্পিকের এককের পর ২০১৬ রিও অলিম্পিকের দ্বৈতে মার্ক লোপেজের সঙ্গে জুটি বেঁধে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই কিংবদন্তি।

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975